ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 April, 2024 ■ আগরতলা ১১ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ২৮ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শুরু হল বাড়ি বাড়ি ভোট গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। আজ থেকে শুরু হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের বাড়ি বাড়ি ভোট গ্রহণ পর্ব। আজ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ৮৫ বছর ঊর্ধ মহিলা, পুরুষ এবং পি. ডাব্লিই.ডি ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। আজ ওই কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে একথা বললেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। এদিনের তাঁর সাথে পরিদর্শনে গিয়েছেন ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় আসনের রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার সহ অন্যান্যরা।

এদিন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ ও ১২ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় আসন এবং ৭ রামনগর বিধান সভা কেন্দ্রের জন্য বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। তেমনি ১৭ ও ১৮ এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের জন্য বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট ৪৫৮১ জন বাড়িতে থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। তেমনি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বাড়িতে থেকে ৪৭২০ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

এদিন বাঁধারঘাটের সেক্টর অফিসার অশোক দেববর্মা জানিয়েছেন, বাঁধারঘাটের সেক্টর ২-তে মোট ২২ জন ভোটার বাড়িতে থেকে ভোট প্রদান করতে পারবেন। ভোটগ্রহণের জন্য সেক্টর ভিত্তিক সেক্টর অফিসার, মাইক্রো অবজারভার, পোলিং অফিসার, ভিডিওগ্রাফার ও সুরক্ষাকর্মীরা রয়েছেন।

আজ ঈদ রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। আগামীকাল ঈদ-উল-ফিতরকে সামনে রেখে আগরতলা শিবনগরস্থিত গেদু মিঞা মসজিদে চলছে প্রস্তুতি।কাল সাড়ে ৮টা থেকে শুরু হবে নামাজ পড়া। প্রসঙ্গত, ১২ মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের রমজান মাস। এই একমাস ব্যাপী রমজান শেষে আগামীকাল পালিত হবে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। তার আগে এই ঈদ উৎসবকে সামনে রেখে আগরতলা শিবনগরস্থিত গেদু মিঞা মসজিদে চলছে ঈদের প্রস্তুতি। আগামীকাল সকাল ৮:৩০ মিনিটে শুরু হবে নামাজ।

এদিকে ঈদের বাজার বেশি ভালো নয় বলে অভিমত ব্যবসায়ীদের। কেননা লোকসভা নির্বাচনের কারণে ঈদের বাজারেও কিছুটা প্রভাব পড়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। বেচাকেনা অন্যান্য বছরের তুলনায় কম হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজধানীর ব্যবসায়ীরা। কিছুটা ম্লান বাজারেই এবার সম্পূর্ণ হয়েছে ঈদের কেনাকাটা। এমনই অভিমত ব্যবসায়ীদের।

এদিকে, রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছাবার্তায় রাজ্যপাল বলেন, 'পবিত্র রমজান মাসের শেষে ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণতন্ত্র নিয়ে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে পাল্টা প্রশ্ন মোদীর

কংগ্রেসের আমলে দেশে জরুরি অবস্থা ছিল তখন গণতন্ত্রের কথা ভাবলেন না কেন?

মুম্বই, ১০ এপ্রিল (হি. স.) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার মহারাষ্ট্রের রামটেকে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন এবং রাজ্যের জনগণকে মহারাষ্ট্রের প্রতিটি আসনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে এনডিএকে বিজয়ী করার আহ্বান জানিয়েছেন। ভালোবাসা ও আশীর্বাদ বর্ষণের জন্য রামটেকবাসীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মোদী।

এদিন জনসভায় উপস্থিত ছিলেন, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী একনাথ শিন্ডে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও নাগপুর লোকসভা প্রার্থী শ্রী নীতিন গড়করি, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রামদাস আঠাওয়ালে, রামটেক লোকসভা প্রার্থী শ্রী রাজু পারভে, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শ্রী চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে এবং অন্যান্য কার্যকর্তারা।অনুষ্ঠানে মোদী জি আসন্ন নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে বিজেপির বিজয়ের আহ্বান জানিয়েছেন এবং বলেছেন, পুরো দেশ আবার মোদী সরকারের জন্য প্রস্তুত। এর পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি কংগ্রেসের আদিবাসী ও নারীবিরোধী মানসিকতাকে তীব্রভাবে নিশানা করেছেন।

মহারাষ্ট্রের ভূমিতে শ্রদ্ধা জানানোর সময়, মোদী গোন্ড রাজা বখত বুলন্দ শাহ এবং বাবা সাহেব আম্বেদকরকে স্মরণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ভারতের হাজার হাজার বছরের ভীত মজবুত করার এক মহাযুদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি বিরোধীদের কটাক্ষ করেন এবং বলেন, যখন মোদীর বিরুদ্ধে বিরোধীদের কু-কথা বেড়ে যায় এবং ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, তখন জনগণ কোনও দিকে ঝুঁকছে তার প্রমাণ। আজকাল ইন্ডি জোটের নেতারা মিথ্যা প্রচার করছেন যে, তৃতীয়বার মোদী সরকার এলে দেশের গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়বে। এমন কোনও নির্বাচন এখনও হয়নি যেখানে বিরোধীরা এই ধরনের গল্প বলেনি। এমনকি যখন অটলজির সরকার গঠিত হয়েছিল, কংগ্রেস নেতারাও একই কথা বলেছিলেন।

কংগ্রেসকে আক্রমণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস যখন পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত দেশের নিয়ন্ত্রণে ছিল, তখন দেশের গণতন্ত্র বিপদে পড়েনি? কংগ্রেসের আমলে যখন দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল, তখন গণতন্ত্রের কথা ভাবলেন না কেন? আজ গরীবের সন্তান দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রকে বিপদে পড়তে দেখতে শুরু করেছে কংগ্রেস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, বিরোধী নেতারা যতই এই গরিবের সন্তানকে আক্রমণ করুক না কেন, তিনি দেশের মানুষের উন্নয়নের সংকল্প থেকে পিছপা হবেন না। ইন্ডি জোটকে আক্রমণ করে মোদী বলেন, বিরোধী জোটের নেতারা দেশের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী সভায়

মানিক সরকারকে আরএসএস ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার পরামর্শ বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে নাগপুর আরএসএস ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বুধবার মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবে মানিক সরকারকে তোপ দাগলেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি আরো বলেন কমিউনিস্টের সঙ্গে রাষ্ট্রবাদ শব্দটি কোনভাবেই যায় না। তারা কখনোই রাষ্ট্র এবং সংবিধানকে মান্যতা দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এত বছরে মানিক সরকারের অফিস চেম্বারে জাতীয় পতাকা এবং অশোক স্তম্ভ পর্যন্ত ছিল না। আমার মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর প্রথমবারের মতো ঐ অফিসকক্ষে জাতীয় পতাকা এবং অশোক স্তম্ভ স্থাপন করা হয়। বিশেষ দিনগুলোতেও তাদের দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হতো না। আর মানিক সরকার সহ অন্যান্য কমিউনিস্টরা এখন রাষ্ট্রবাদ এবং সংবিধানের পাঠ দিচ্ছে আমাদের।

বিপ্লব কুমার দেব বলেন, মানিক সরকারের সময়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী চির প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের সাথে জোট করে কমিউনিস্ট পার্টিকে একেবারে অস্তমিত করার সংকল্প নিয়েছেন। নিজেকে জনপ্রিয় জনজাতি নেতা দাবি করা জিতেন্দ্র চৌধুরী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে জনজাতির সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস দেখাতে পারেননি। শুধুমাত্র প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এর সহায়তায় সাধারণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনী প্রচারে ১৭ই রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। ত্রিপুরায় লোকসভা নির্বাচনী প্রচারের পারদ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ১৭ এপ্রিল দুপুরে আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় তিনি অংশ নেবেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন বিজেপি প্রদেশ মুখ্য মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী ১৫ এপ্রিল কুমারঘাটে পি ডাব্লিউ ডি ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ-র।

এদিন সুব্রত জানান, প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ, উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কারণ, প্রধানমন্ত্রী এখন পর্যন্ত যতবার রাজ্যে এসে ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। ফলে, তাঁকে ঘিরে আলাদা উন্মাদনা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সুব্রত জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিমানবন্দর থেকে স্বামী বিবেকান্দ ময়দান পর্যন্ত অভ্যর্থনা জানাতে বিজেপির বিভিন্ন সাব কমিটি ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

রাজনগরে নির্বাচনী সভায় বললেন মুখ্যমন্ত্রী

সন্ত্রাস ছাড়া কিভাবে রাজনীতি ও নির্বাচন তা বিজেপি দেখিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। সন্ত্রাস ছাড়া কিভাবে রাজনীতি ও নির্বাচন করা যায় তা দেখিয়েছে বিজেপি। ত্রিপুরাতে এটি ইতিহাস হয়ে থাকবে। বুধবার পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগরে এক নির্বাচনী জনসভায় এমনটাই বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। এদিনের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কমিউনিস্টদের আক্রমণ করে বলেন, কমিউনিস্টদের আমলে এই জেলায় ৬৯ জন খুন হয়েছেন। এই জেলার মানুষ কখনো তাদের ক্ষমা করবে না। তিনি বলেন সন্ত্রাস ছাড়া কিভাবে রাজনীতি করতে হয় তা দেখিয়েছে বিজেপি। ত্রিপুরাতে এটি ইতিহাস হয়ে থাকবে। বিজেপি মানে সেবাই সংগঠন। মানুষের সেবা করাই এই দলের কাজ। সন্ত্রাস করা কমিউনিস্টদের কাজ।

তিনি আরো বলেন, মানুষ শান্তি চায়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। পরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬ নেশা কারবারি পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। নেশাকারবারের সাথে যুক্ত ছয় যুবক পুলিশের জালে। আজ তাদের আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে খবর আসে আগরতলা কৃষ্ণনগর ছাত্র সংঘ ক্লাবের কাছে কিছু যুবক নেশাসামগ্রী কেনা বেচা করছে। পাশাপাশি ৫টি ড্রাগসের পাউচ বিক্রি করেছে বলে জানা যায়। সেই খবরের ভিত্তি অনুযায়ী আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে ৬ জন যুবককে আটক করে পশ্চিম থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিশ।

এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, আজ তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হবে। ধৃতরা হল , গৌরব চক্রবর্তী, সুমন দেবনাথ, সায়ন দেব, রাকেশ দেবনাথ, প্রকাশ কর এবং অসিত সাহা।

জলে ডুবে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১০ এপ্রিল ।। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেলেন এক বৃদ্ধ। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন প্রভু রামপাড়ার বাসিন্দা বিশম্বর চাকমা(৭০)। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অতিক্রম হলেও তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি ওই বৃদ্ধের। শেষ পর্যন্ত ওই পুকুরের পাড়ে বৃদ্ধের কাপড় দেখে সন্দেহ জাগে পরিবারের সদস্যদের।

পরবর্তী সময়ে খবর দেওয়া হয় গন্ডাছড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তর এবং মহকুমা শাসকের আপদা মিত্র ভলান্টিয়ারদের। অগ্নি নির্বাপক দপ্তর এবং আবদা মিত্র ভলান্টিয়ারদের যৌথ প্রচেষ্টায় ৭০ বছরের বৃদ্ধকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে। ময়নাতদন্ত করে মরদেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়। আচমকা বৃদ্ধের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা।

কংগ্রেসে যোগ দিলেন অরুণ চন্দ্র ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। কংগ্রেস দলে যোগদান করলেন বিজেপি দলের প্রাক্তন বিধায়ক অরুণচন্দ্র ভৌমিক। এদিন তাকে দলে বরণ করে নিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা, পীযূষ কান্তি বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহার সমর্থনে আগরতলা নেতাজী চৌমুহনী এলাকায় এক সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভাতেই যোগদান করেছেন তিনি।

এদিনের এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং সংবিধান রক্ষার লড়াই এটি। এ লড়াইটা ইন্ডিয়া জোট এবং স্বৈরাচারী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাংকে তালা দিলো মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। দীর্ঘদিন ধরে লালজুরী কানাডা ব্যাঙ্ক কর্মীদের উপর অতিষ্ঠ স্থানীয় এসএসজি গ্রুপের মহিলা সদস্যরা ঋণ না পেয়ে ব্যাংকে তালা ঝুলালো। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ ব্যাংক কর্মীদের ব্যাংকে রেখেই তালা বন্ধ করে ৮টি এসএসজি গ্রুপের মহিলা সদস্যরা। এই ঘটনার খবর পেয়েই স্থানীয় লালজুরী ব্লকের প্রাক্তন বিএসসি চেয়ারম্যান ও বর্তমান বিএসসি চেয়ারম্যান তড়িঘড়ি ব্যাংকে ছুটে আসেন। তারা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ প্রশাসনের কর্মীরা। এই ঘটনাকে নিরসনে আনতে উপস্থিত হন লালজুরী আর ডি ব্লকের ভিডিও সৌরভ আলম।

দীর্ঘ আলোচনার পর ব্যাংক কর্মীরা জানান, আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ৮টি এসএইচজি গ্রুপের এর ঋণ পরিষেবা দেবে লালজুরী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির কারনে দেশকে পুনরায় স্বাধীন করতে হবে জিতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। শাসকদল বিজেপি দেশকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়েছে। পুনরায় দেশকে স্বাধীন করতে হবে। আজ ঋষ্যমুখের মতাইয়ে নির্বাচনী জনসভায় বিজেপির বিরুদ্ধে সুর ছাড়ালেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, বিজেপি সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা একটিও পূরণ করে নি।বরং জিনিসপাত্রের দাম, রাজ্যে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।দেশের উন্নতি দিন দিন পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে। এদিন তিনি আরও বলেন, বিজেপির রাজত্বে দেশ কলঙ্কের রাষ্ট্র ও ধ্বংসের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। দেশকে লুট করেছে বিজেপি সরকার। তাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডি জোটের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। এদিন জনসভায় বক্তব্য রেখেছেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সিপিএম প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং। এদিন তিনি বলেন, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ড্রেন নির্মাণকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারে তুমুল ঝগড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি চড়িলাম, ১০ এপ্রিল ।। রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণকে কেন্দ্র করে বুধবার চড়িলাম বিধানসভার বনকুমারী এলাকায় দুই প্রতিবেশীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। ঝগড়ায় রাগান্বিত হয়ে রুপা চক্রবর্তী পার্শ্ববর্তী চঞ্চলা সূত্রধরের কান ছিঁড়ে নেয়। এতে রক্তাক্ত অবস্থায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চঞ্চলা সূত্রধরকে। বাড়ির সামনের একটি রাস্তা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে ঝগড়া চলছিল চড়িলাম বনকুমারী এলাকার রুপা চক্রবর্তী ও চঞ্চলা সূত্রধরের। চঞ্চলা সূত্রধরের স্বামী জানান নিজ অর্থ খরচ করে তিনি বাড়ির সামনের রাস্তাটি নির্মাণ করার পরও ড্রেন নির্মাণ করার জন্য রুপা চক্রবর্তী প্রায়ই উনাদের গালিগালাজ করতো।এমন কি বাড়ির সমস্ত নোংরা বর্জ্য রাস্তার উপর ফেলে রাখতো। বুধবার ও এই নোংরা আবর্জনা ফেলা নিয়ে দুই প্রতিবেশীর সামান্য বিষয় নিয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে। রুপা চক্রবর্তী আক্রমনাত্মক হয়ে হামলা চালায় চঞ্চলা সূত্রধরের উপর,এতে চঞ্চলা সূত্রধরের কান ছিঁড়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। সাথে সাথেই চঞ্চলা সূত্রধরের স্বামী আহতবস্থায় চঞ্চলা সূত্রধরকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এমনকি ঘটনার বিবরণ জানিয়েছে বিশালগড় মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ করে। খবর পেয়ে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে।এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৮২ ▫ ১১ এপ্রিল ২০২৪ ইং ▫ ২৮ চৈত্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আজ ঈদ উৎসবে মাতোয়ারা হওয়ার দিন

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে সকল ধর্ম বর্ণ মানুষের একাকার। নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান ভারতের অন্যতম ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখাই প্রত্যেকটি সচেতন ভারতবর্ষের মূললক্ষ। দুর্গাপূজা যেমন হিন্দুদের প্রধান উৎসব হিসেবে পরিচিত ঠিক তেমনি মুসলিমদের ঈদ উৎসব অন্যতম প্রধান উৎসব।দেওয়া দুর্গাপূজায় যেমন হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব অংশের মানুষ মিলে মিশে একার হয়ে যান ঠিক তেমনি ঈদ উৎসবেও হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সহ সকল অংশের মানুষ এদের আনন্দ উল্লাসে মত্ত হয়ে ওঠেন।

মুসলমানদের অন্যতম প্রধান উতব ঈদ উল ফিতর। এক মাস রোজা রাখার পর রমজানের শেষ লগ্নে পালিত হয় খুশির ঈদ।মুসলমানদের অন্যতম প্রধান উতব ঈদ উল ফিতর। এক মাস রোজা রাখার পর রমজানের শেষ লগ্নে পালিত হয় খুশির ঈদ। এই উতবকে অনেকেই মিঠি ঈদ বলে থাকেন কারণ এই দিন মুসলমান ধর্মালম্বীরা তাদের উপবাস ভাঙেন। এই দিন শের খুরমা এবং কিমামি সেবাইয়ানের মতো মিষ্টি খাবার তৈরি করা হয়।

এই দিনে বন্ধু-বান্ধব প্রিয়জনদের সঙ্গে চলে শুভেচ্ছা বিনিময়। ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে বড় উৎসব হল ঈদ-উল-ফিতর। রমজান মাসের শেষে পালিত হয় ঈদ-উল-ফিতর। গোটা রমজান মাস সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা পালন করার পর ঈদ পালন করেন মুসলিমরা। রমজানের শেষে চাঁদ দেখার মাধ্যমেই ঈদ শুরু হয়। ”ঈদ” মানে আনন্দ উৎসব, ঈদ মানে যা বারবার ফিরে আসে। ”ফিতর” মানে উপবাস ভঙ্গ করা বা রোজা ভাঙা। রমজানের রোজার শেষে এই ঈদ আসে বলে এর নাম ”ঈদ-উল-ফিতর”। এটি রোজার ঈদ হিসেবেও পরিচিত। রমজান মাসে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা রোজা রাখে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তারা উপবাস পালন করে। সেহেরি ও ইফতার, এই দুটি রীতি মেনে রমজান মাস পালন করা হয়। সূর্যোদয়ের আগে সকালের খাবারকে বলা হয় সেহেরি ও সূর্যাস্তের পর যে খাবার খাওয়া হয় তাকে বলে ইফতার। রমজান মাসকে অত্যন্ত পবিত্র মাস হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। এইমাসে সৎকর্ম, মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ছড়িয়ে দেওয়া ও ধৈর্য ধরা হয় এবং সমস্ত মন্দ চিন্তা ও অভ্যাসকে দূরে সরানো হয়। এইসময় মুসলিমরা মদ্যপান, ধূমপান, শারীরিক মিলন এবং যেকোনও পাপকার্য থেকে বিরত থাকেন। এই সময় মিথ্যে কথা বলাও উচিত নয়। এই কারণে মাসটিকে সৎ ও উপাসনার মাস বলা হয়। ঈদ-উল-ফিতরের মধ্য দিয়েই পবিত্র ইসলামী মাস রমজানের সমাপ্তি হয়।হিজরি ক্যালেন্ডার অনুসারে, বছরে দু”বার ঈদ আসে। একটির নাম ঈদ-উল-ফিতর এবং অপরটি ঈদ-আল-আধা। ঈদ-উল-ফিতর উদযাপনের প্রায় দুই মাস পরে বকরি ঈদ উদযাপিত হয়। দু”টি ঈদ-ই শুরু হয় নতুন চাঁদ দর্শন করে। ঈদ-উল-ফিতর-কে মিঠি ঈদও বলা হয়। ঈদ-আল-আধা-কে কোরবানি ঈদ ও বকরি ঈদ বলা হয়। ঈদ-উল-ফিতর কথাটির অর্থ, উপবাস ভঙ্গের উতসব। রমজান মাসের রোজা বা উপবাস ভঙ্গ করা হয় ঈদের দিনে।

নতুন জামাকাপড় পরে এই বিশেষ দিনটা পরিবারের সঙ্গে কাটান মুসলিমরা। এছাড়াও, রমজান মাসে বা ঈদের দিনে দরিদ্রদের খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র দান করারও রীতি রয়েছে।ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী, হজরত মহম্মদ যখন কুরান সৃ করেন তখন থেকেই রমজান মাস পালন হয়। ঈদ-উল-ফিতর রমজান মাসের ৩০ দিনের উপবাসের সমাপ্তিকে চিহ্নিত করে।বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার ঈদের দিনটিতে প্রস্তুত করা হয়। এর মধ্যে সেমাই সবচেয়ে প্রচলিত খাবার। এছাড়াও বিরিয়ানি, কাবাব এবং আরও অনেক কিছু তৈরি করা হয়। পরিবার ও বন্ধু সবার সঙ্গে খাওয়া হয়। একে অপরকে উপহারও দিয়ে থাকে।ঈদের দিন মসজিদে সবাই একসঙ্গে নামাজ পড়ে এবং একে অপরকে জড়িয়ে ধরে খুশির বার্তা দেয়। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ঈদ মোবারক জানানোর পিছনের ধারণা হল, সমাজে সহানুভূতি ও ভালবাসা ছড়িয়ে দেওয়া।

নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনই লক্ষ্য, মাও-অধ্যুষিত গড়চিরৌলিতে মোতায়েন পুলিশ বাহিনী

গড়চিরৌলি, ১০ এপ্রিল (হি.স.): আগামী ১৯ এপ্রিল মাওবাদী অধ্যুষিত মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে লোকসভা নির্বাচন। লোকসভা ভোটের প্রথম পর্যায়েই এখানে ভোটগ্রহণ, মাও-অধ্যুষিত গড়চিরৌলিতে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ ভোটগ্রহণ নির্বাচন কমিশনের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। আর তাই ইতিমধ্যেই গড়চিরৌলিতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষিত পুলিশ বাহিনী। গড়চিরৌলির পুলিশ সুপার নিলোৎপল বলেছেন, '৪০টি সিএপিএফ টিম, ৩০টি সিআরপিএফ এবং ১৭টি এসআরপিএফ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ভোটের দিন ১৫ হাজার পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকবে। ইনচার্জ সি-৬০ কমান্ডো, ইন্সপেক্টর কল্পেশ খারোদে বলেছেন, 'আমাদের প্রস্তুতি তিন মাস ধরে চলছে। জঙ্গলে অনুসন্ধান অভিযান চলছে। সি-৬০ কমান্ডো ইউনিটও মোতায়েন করা হচ্ছে। ড্রোনও ব্যবহার করা হচ্ছে... প্রশিক্ষণ ছাড়াও, আমরা অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করছি।'

ঈদে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই বৃষ্টির পূর্বাভাস, স্বস্তির দিন ফের শেষ হতে চলেছে

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি.স.): গরমের দহনজ্বালা আপাতত নেই, বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। তবে, এই স্বস্তির আবহাওয়া আর বেশি সময় স্থায়ী থাকবে না। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের না হলেও, তার পর থেকে ধীরে ধীরে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বুধবারই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

বৃহস্পতিবার আবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। অর্থাৎ, ঈদের দিন (কোথাও কোথাও বুধবারই খুশির ঈদ পালিত হয়েছে) বৃষ্টিতে ভিজতে পারে গোটা রাজ্যই। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ওড়িশা থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে, যা ছত্তিশগড়ের বিদর্ভ এবং কর্নাটকের উপর দিয়ে গিয়েছে। অসম এবং রাজস্থানের উপরে একটি ঘূর্ণাবর্তও রয়েছে। এই দুয়ের জেরেই এই বর্ষণ। তবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মোটের উপর শুকনো থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

ভূস্বর্গে আবারও বৃষ্টির পূর্বাভাস, ১২ তারিখ পর্যন্ত মনোরমই থাকবে কাশ্মীর উপত্যকা

শ্রীনগর, ১০ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। ১০ এপ্রিল সন্ধ্যার পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১১ ও ১২ তারিখও বৃষ্টি হবে, এই সময়ে আবহাওয়া থাকবে একেবারে মনোরম। বৃষ্টির পাশাপাশি উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে তুষারপাতও হতে পারে। আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ১০ এপ্রিল সন্ধ্যার পর জম্মু ও কাশ্মীরের নানা স্থানে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে। ১১ ও ১২ তারিখ আকাশ থাকবে মূলত মেঘলা।

পল ডিরাক: পদার্থবিজ্ঞানের অদ্ভুত মানুষ

প্রদীপ দেব

বিংশ শতাব্দীর তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কোয়ান্টাম মেকানিকস। শতাব্দী প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিকস পরমাণু ও পরমাণুর চেয়ে ছোট অতিপারমাণবিক কণার গতিপ্রকৃতি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। পরমাণুর গঠন ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণা তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য একটা নতুন গাণিতিক প্রক্রিয়ার যে ভীষণ দরকার, তা বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানীরা। ম্যাক্স প্ল্যাংক, ম্যাক্স বর্ন, নীলস বোরসহ যে কজন বিজ্ঞানীর হাতে কোয়ান্টাম মেকানিকসের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, পল ডিরাক তাঁদের অন্যতম।

কোয়ান্টাম মেকানিকসের দুটো প্রধান সমীকরণের একটি হলো শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ এবং অন্যটি ডিরাক সমীকরণ। কোয়ান্টাম মেকানিকসে আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটির প্রয়োগ করে রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম মেকানিকসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন পল ডিরাক। কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকসের সূচনা হয় ডিরাকের হাতে। পরে রিচার্ড ফাইনম্যান ইলেকট্রোডায়নামিকসের সম্প্রসারণ করেন। পদার্থবিজ্ঞানে অ্যান্টিম্যাটার বা প্রতি-পদার্থের ধারণা ডিরাকের সমীকরণ থেকে উদ্ভূত। ১৯২৮ সালে ডিরাকই প্রথম পজিট্রন কণার অস্তিত্বের ধারণা দেন। পরে ১৯৩২ সালে পরীক্ষাগারে এই পজিট্রন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী কার্ল অ্যান্ডারসন। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত পল ডিরাকের বই প্রিন্সিপলস অব কোয়ান্টাম মেকানিকসকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের 'বাইবেল' মনে করা হয়। কারণ ওটাই কোয়ান্টাম মেকানিকসের প্রথম সার্থক বই। কোয়ান্টাম মেকানিকসের গাণিতিক ভিত্তির স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৩৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় আরউইর শ্রোডিঙ্গার ও পল ডিরাককে। পল ডিরাকের বয়স তখন মাত্র ৩১ বছর। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে সবচেয়ে কমবয়সী নোবেলবিজয়ী তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হলেন পল ডিরাক। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গাণিতিক ভিত্তি রচনায় পল ডিরাকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুযায়ী মৌলিক কণাগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়বোসন আর ফার্মিয়ন। বোসন কণাগুলো সত্যেন বসু ও আলবার্ট আইনস্টাইনের 'বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান' মেনে চলে, আর ফার্মিয়ন কণাগুলো মেনে চলে এনরিকো ফার্মি ও পল ডিরাকের 'ফার্মি- ডিরাক পরিসংখ্যান'।

ত্রিশ বছর বয়স হবার আগেই ডিরাক হয়ে ওঠেন গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্র। মাত্র ২৮ বছর বয়সেই রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লুকাসিয়ান প্রফেসর পদে যোগ দেন। যে পদে স্যার আইজাক নিউটন অধিষ্ঠিত ছিলেন এক সময়। পরের বছর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর খ্যাতির শিখরে উঠে যান পল ডিরাক। অথচ এই খ্যাতি তিনি কখনোই চাননি। কারণ তিনি ছিলেন স্মরণকালের সবচেয়ে প্রচারবিমুখ পদার্থবিজ্ঞানী। প্রয়োজনের বাইরে তিনি কারো সঙ্গে একটা কথাও বলতেন না।

দুই

পলের বাবা চার্লস ডিরাক ছিলেন সুইজারল্যান্ডের নাগরিক। ১৮৮৮ সালে চার্লস ইংল্যান্ডে আসেন এবং ব্রিস্টলের স্কুলে ফরাসি ভাষার শিক্ষকতা শুরু করেন। পলের মা ফ্লোরেন্স হল্টেন ছিলেন ইংল্যান্ডের কর্নওয়েলের অধিবাসী। ফ্লোরেন্স তখন লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কাজ করতেন ব্রিস্টলে। লাইব্রেরিতেই চার্লসের সঙ্গে ফ্লোরেন্সের পরিচয় হয় এবং ১৮৯৯ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। পরের বছর ডিরাক দম্পতির প্রথম সন্তান রেগিনাল্ডের জন্ম হয়। তারপর ১৯০২ সালের ৮ই আগস্ট জন্ম নেয় তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান পল এবং কয়েক বছর পর জন্ম হয় পলের ছোটবোন বিয়াট্রিসের।

চার্লস ডিরাক তাঁর ভাষা ও পারিবারিক সংস্কারের ব্যাপারে ছিলেন ভীষণ গোঁড়া। পরিবারের ছেলেমেয়েদের নামের অনেকগুলো অংশ। চার্লসের পুরো নাম ছিলচার্লস আঁদ্রিয়েন ল্যাডিসলাস ডিরাক। ঐতিহ্য অনুসারে তিনি বড়ছেলের নাম রাখলেন রেগিনাল্ড চার্লস ফেলিক্স ডিরাক, ছোটছেলের নাম রাখলেন পল আঁদ্রিয়েন মরিস ডিরাক, আর মেয়ের নাম রাখলেন বিয়াট্রিস ইসাবেল মার্গারিট ওয়ালা ডিরাক।

পরিবারের অধিকর্তা হিসেবে চার্লস ডিরাক ছিলেন ভীষণ কড়া। বাড়িতে তাঁর কথার বাইরে কারো কিছু করার উপায় ছিল না। ভালবেসে বিয়ে করলেও ফ্লোরেন্সের সাধ্য ছিল না চার্লসের মতের বিরুদ্ধে কিছু করেন। চার্লসের মাতৃভাষা ফরাসি। তাই তিনি ছেলেমেয়েদের ফরাসি ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে বাড়িতে ফরাসি ভাষায় কথা বলা বাধ্যতামূলক করে দিলেন।

চার্লস যখন বাড়িতে থাকেন ছেলে-মেয়েরা ভয়ে ভয়ে ফরাসি ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে চলে ইংরেজি। চার্লস ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি নতুন নিয়ম চালু করলেন - খাবার টেবিলে বিশুদ্ধ ফরাসি ভাষায় কথা বলতে হবে। ভাষা যতক্ষণ না শুদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ খেতে পাবে না।

ক'দিন পরেই ছেলে-মেয়েরা নিজেদের নিয়ম চালু করলো। তারা চার্লসের সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে না বসে মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে বসে খেতে শুরু করলো। কিন্তু এরকম অবাধ্যতা চার্লস কেন সহ্য করবেন? তিনি ছেলে-মেয়েদের ধরে মার দিলেন। কিন্তু তাতেও তেমন কোনো লাভ হলো না। পল ছাড়া আর কেউই তাঁর সঙ্গে খেতে বসল না।

পল খুবই সরল ছেলে। তার শারীরিক গঠন বয়সের তুলনায় এতই ছোট যে বাড়িতে তার নামই হয়ে গেছে টাইনি। ডাক্তার যদিও সব রকমের পরীক্ষানিরীক্ষা করে বলেছেন যে পলের বড়ধরনের কোন অসুখ নেই, কিন্তু হজমশক্তি তার খুবই কম।

বাবাকে ভীষণ ভয় পেতেন পল। আর বাবাও তার ওপরই সমস্ত ভাষাজ্ঞান প্রয়োগ করতে শুরু করেন। পল কোনো ফরাসি শব্দ ঠিকমত উচ্চারণ করতে না পারলে খাবার পেতো না। ফলে প্রচন্ড মানসিক চাপে উচ্চারণ ভুল হয়ে যাবার ভয়ে কোনো কথাই বলতে পারতো না সে। ধীরে ধীরে দেখা গেলো পল প্রয়োজন না হলে কোন কথাই বলে না; আর যদিও বলে তাও মাত্র একটা বা দুটো শব্দ। ব্রিস্টলের বিশপ প্রাইমারি স্কুলে পড়ালেখা শুরু হয় পলের। স্কুলে গণিতের প্রতি ভালোবাসা এবং অসম্ভব গাণিতিক দক্ষতা দেখা দেয় তার। বারো বছর বয়সে প্রাইমারি স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে হাইস্কুলে ভর্তি হলো পল। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। স্কুলের সিনিয়র সব ছেলেরা বাধ্য হয়ে সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করছে। ফলে স্কুলে নিচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের লাইব্রেরির উঁচুক্লাসের বই পেতে সুবিধে হলো। পল লাইব্রেরিতে গিয়ে উঁচুক্লাসের গণিত ও বিজ্ঞানের বই পড়তে শুরু করে। ১৯১৮ সালে তার স্কুলের পড়াশোনা শেষ হলো।

গণিত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল পলের। কিন্তু তখন গণিতে পাস করে শুধুমাত্র গণিতের শিক্ষক হওয়া ছাড়া আর কোনো সুযোগ ছিল না। পল তাঁর বাবার মতো শিক্ষক হতে চাননি কখনো, ইঞ্জিনিয়ার হওয়াও তাঁর লক্ষ্য নয়। কিন্তু তাঁর বাবার নির্দেশে ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হলেন। বাবার মতের বিরুদ্ধে যাবার মত মানসিক জোর তাঁর নেই। দুবছর আগে পলের বড়ভাই রেগিনাল্ডকেও তাঁর বাবা বাধ্য করেছেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হতে। ১৯২১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন পল। অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেও কোন ভালো চাকরি পেলেন না। আবার গণিতে পড়াশোনা করার ইচ্ছে মাথাচাড়া দিলো। কিন্তু পল জানেন পড়াশোনার খরচ নিজেকেই জোগাড় করতে হবে। বাবা একটা টাকাও দেবেন না। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পরীক্ষা দিলেন ১৯২১ সালে। কেমব্রিজের সেন্ট জোন্স কলেজে গণিতে পড়াশোনা করার জন্য একটা স্কলারশিপ তিনি পেলেন। কিন্তু স্কলারশিপের টাকা দিয়ে পড়াশোনার পুরো খরচ চালানো সম্ভব নয়। বাবার সামর্থ্য থাকলেও টাকা দেবেন না। স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহায্যের জন্য দরখাস্ত করলেন পল। কিন্তু অর্থসাহায্য পাওয়া গেলো না। কারণ, তার বাবা চার্লস ডিরাক জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন ভেঙে গেলো পল ডিরাকের।

ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে গণিত বিষয়ে ভর্তির সুযোগ মিললো স্কলারশিপসহ। ১৯২৩ সালে গণিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স ডিগ্রি পেলেন পল ডিরাক। এবার সুযোগ এলো কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার। কেমব্রিজের একটি রিসার্চ ফেলোশিপ পেলেন তিনি। পিএইচডির গবেষণা শুরু করলেন কেমব্রিজের সেন্ট জোন্স কলেজে।

তিন

ডিরাক প্রথমে কাজ শুরু করেছিলেন প্রফেসর কানিংহামের অধীনে। কিন্তু কানিংহামের ছাত্রসংখ্যা ছিল অনেক। তাই ডিরাক চলে আসেন প্রফেসর রালফ ফাউলারের অধীনে। কোয়ান্টাম থিওরির ওপর কাজ শুরু করেন। দুবছরের মধ্যে তিনি ছয়টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এর পরের বছর আরও পাঁচটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি গণিতে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করলেন। ডক্টরেট থিসিস সাবমিট করার আগেই তাঁর ১১টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। যা সেই সময়ের সবচেয়ে প্রতিভাশালী পদার্থবিদদের জন্যেও খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। ডিরাকের পিএইচডি থিসিসের শিরোনাম ছিল কোয়ান্টাম মেকানিকস। পিএইচডির পর তিনি কোপেনহেগেনে গিয়ে নীলস বোরের সঙ্গে কাজ করেন কিছুদিন। বোর ডিরাককে কয়েকদিন দেখেই বুঝতে পারেন, ছেলেটি জানে প্রচুর, কিন্তু বলে না কিছুই। ডেনমার্ক থেকে জার্মানির গোটিংগেনে গেলেন ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেখানে তিনি পরিচিত হলেন রবার্ট ওপেনহেইমার ও ম্যাক্স বর্নের সঙ্গে। সেখান থেকে ফিরে এসে যোগ দিলেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে সেন্ট জোনস কলেজের ফেলো হিসেবে। এসময় তিনি আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

১৯২৮ সালে রিলেটিভিটি ও কোয়ান্টাম মেকানিকসের সঙ্গে গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন ডিরাক। তাঁর বিখ্যাত ডিরাক সমীকরণের জন্ম হয় এসময়। ডিরাকই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওপর কোয়ান্টাম মেকানিকস প্রয়োগ করেন। কোয়ান্টাম থিওরির এই ভিত্তিকে ডিরাক নাম দিলেন কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস। কোয়ান্টাম মেকানিকসের সিঙ্গুলার ডেল্টা ফাংশান ডিরাকের অবদান। স্টেট- ভেক্টর ও তাদের আইগেন ভ্যালু প্রকাশ করার জন্য নতুন চিহ্নের প্রচলন করলেন করলেন ডিরাক। ব্র্যাকেট ভেঙে চালু করলেন 'ব্রা' । ও 'কেট'। ফাংশান। ১৯৩০ সালে ডিরাকের প্রিন্সিপালস অব কোয়ান্টাম মেকানিকস বইটি প্রকাশিত হয়। একই বছর তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। মাত্র আটাশ বছর বয়সে রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ তাঁর আগে আর কেউ পাননি। রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ পাবার পর কেমব্রিজ ফিলসফিক্যাল সোসাইটি'র হপকিন্স মেডেল পান ডিরাক। ১৯৩২ সালে কেমব্রিজের লুকাশিয়ান প্রফেসর পদে নিযুক্ত হন তিনি। কোয়ান্টাম মেকানিকসের প্রথম কোর্স তিনিই পড়াতে শুরু করেন। রবার্ট ওপেনহাইমার, চন্দ্রশেখর সুব্রাহ্মনিয়াম, আবদুস সালাম, ডেনিস শিয়ামা। এঁরা যারা পরে খ্যাতিমান হন। তবে ডিরাক তাঁর পিএইচডি স্টুডেন্টদের সঙ্গেও খুব একটা কথা বলতেন না। তাই তাঁর ছাত্রদের হতে হতো অনেকটাই স্ব-নিয়ন্ত্রিত। ডেনিস শিয়ামা ডিরাকের অধীনে পিএইচডি করে পরে কেমব্রিজে যোগ দেন। স্টিফেন হকিং শিয়ামার অধীনে পিএইচডি করেন। ক্লাসে ডিরাক তাঁর কোয়ান্টাম মেকানিকস বই থেকে হুবহু লাইনের পর লাইন বলে যেতেন। একটা শব্দও কম বা বেশি বলতেন না। ক্লাসের বাইরে কারো সঙ্গে কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। ডিপার্টমেন্টের সহকর্মীদের সঙ্গেও ইয়েস, নো' কিংবা আই ডোন্ট নোর বেশি কথা হয় না তাঁর। কেমব্রিজে ডিরাকের ছাত্ররা ততোদিনে ডিরাক নামে একটা নতুন একক চালু করে ফেলেছেন। কথা বলার একক। এক ডিরাক মানে এক ঘন্টায় একটি শব্দ। ১৯৩৩ সালে ডিরাকের ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান কোয়ান্টাম মেকানিকস পেপার প্রকাশিত হয়। সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়ে পরে রিচার্ড ফাইনম্যান তাঁর বিখ্যাত পাথ ইনটিগ্র্যাল সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করেন।

চার

১৯৩৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনে ভীষণ অবাক হন পল ডিরাক। এরউইন শ্রোডিঙ্গার নোবেল পাবেন তা তিনি জানতেন, কিন্তু শ্রোডিঙ্গাগারের সঙ্গে নিজেও যে নোবেল পুরস্কার পাবেন, তা তিনি আশা করেননি। নোবেল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা যে পাবলিক সেলিব্রেটি হয়ে যান, তা ডিরাক জানেন। ডিরাক জনসমক্ষে আসতে চান না। স্টকহোমে গিয়ে নোবেল পুরস্কার নিতে হবে, নোবেল বক্তৃতা দিতে হবে, পার্টিতে যোগ দিতে হবে এসব ভাবতেই ডিরাকের অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করবেন। ১৯০৮ সালের রসায়নে নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড ডিরাকের সুপারভাইজার রালফ ফাউলারের শ্বশুর। ডিরাককে খুব স্নেহ করেন রাদারফোর্ড। তিনি ডিরাককে অভিনন্দন জানালেন। জবাবে ডিরাক বললেন, "আমি নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করবো ভাবছি।" "কেন?" 'হৈচৈ ভাল লাগে না।' রাদারফোর্ড বুঝতে পারলেন ডিরাক কী বলতে চাইছেন। বললেন "প্রত্যাখ্যান করলে তো হৈচৈ বেড়ে যাবে।"

"কীভাবে?" "পুরস্কার নিলে এক বছরের মধ্যেই লোকে তোমাকে ভুলে যাবে। পরের বছর অন্য কেউ নোবেল পুরস্কার পাবে, তখন তাকে নিয়ে মেতে উঠবে। কিন্তু পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যেক বছরই লোকে তোমাকে নিয়ে হৈচৈ করবে।" "ইয়েস।" ডিসেম্বরে নোবেল পুরস্কার নিতে স্টকহোমে গেলেন পল ডিরাক। ডিরাক সাংবাদিকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ালেও নাছোড়বান্দা সাংবাদিকদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতেই হল। "প্রফেসর ডিরাক, আপনার কোয়ান্টাম মেকানিকস মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কী কাজে লাগবে?" "কোন কাজে লাগবে না।" "ভবিষ্যতে কি কোন কাজে লাগতে পারে?" "আমি জানি না। আমি আমার তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছি। এই তত্ত্বকে কে কীভাবে কাজে লাগাবে তা জানা আমার কাজ নয়।"

"এখন কী নিয়ে কাজ করছেন?" "পজিটিভ ইলেকট্রনের তত্ত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেছি।" "গবেষণা ছাড়া আপনার আর কী কী বিষয়ে আগ্রহ আছে?"

"মানে?" "সাহিত্য, "আমি সাহিত্য পছন্দ করি না। আমি থিয়েটার দেখতে যাই না। আমি কোন গান শুনি না। আমি আমার পারমাণবিক তত্ত্ব নিয়েই সুখে আছি।" "আপনার গবেষণার ফল কি আপনার দৈনন্দিন জীবনে কোনো প্রভাব ফেলেছে?" "না। আমি যখন ঘুমাই, বা হাঁটতে যাই, বা ভ্রমণ করি তখন আমি কোন কাজ করি না। আমার মস্তিষ্ক তখন পারমাণবিক তত্ত্ব নিয়ে ভাবে না। আমি এক সঙ্গে একাধিক কাজ করতে পারি না।" "অদ্ভুত হলেও সত্যি যে ডিরাক এক সঙ্গে দুটো সাধারণ কাজও করতে পারতেন না। একবার রাশিয়ায় গিয়েছিলেন আমন্ত্রিত হয়ে। রিসার্চ স্টুডেন্টদের সেমিনারে। ডিরাক চুপচাপ সেমিনার বক্তাদের বক্তব্য শুনলেন এবং যথারীতি কোনো মন্তব্য করলেন না। সেমিনার শেষে অধ্যাপক আর স্টুডেন্টরা ডিরাককে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রফেসর ডিরাক, আমাদের প্রেজেন্টেশান কেমন লাগলো আপনার?" "আমার তো এখন তা বলার সময় নেই। আমি এখন পোস্ট অফিসে যাচ্ছি।" "স্যার, আমরাও আপনার সঙ্গে আসি। আপনি হাঁটতে হাঁটতে বলবেন।" "আমি তো একসঙ্গে দুটো কাজ করতে পারি না।"

কেমব্রিজে ডিরাকের কাজের ধরন ছিল নিয়মে বাঁধা। দিনে পাঁচ ঘন্টার বেশি গবেষণায় বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। গ্রিষ্মকালে কাজের শেষে তিনি সাইকেল চালিয়ে চলে যেতেন অনেক দূরে। পথে কোন বড় গাছ দেখলে হঠাৎ সাইকেল থেকে নেমে গাছে উঠে যেতেন স্যুট, কোট, টাই সহ। (শীত- বসন্ত- গ্রীষ্ম- হেমন্ত সব ঋতুতেই তাঁর একই পোশাক। একটা কোট না ছেঁড়া পর্যন্ত তিনি অন্য কোন কোট কেনেন না।) গাছের ওপর কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে নেমে আসেন। ফিরে আসাসবার সময় কোনো লেকের পাশে থেমে জামা-কাপড় ছেড়ে নেমে যেতেন লেকের পানিতে। কিছুক্ষণ সাঁতার কাটতেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেও তাঁর রুটিনে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

গণিত ও তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার মাঝে মাঝে তিনি পরীক্ষামূলক কাজও করতেন। তিনি যে একজন ফার্স্ট ক্লাস ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র, সেটা তিনি ভুলে যাননি। পরে নিউক্লিয়ার আইসোটোপ সেপারেশনের কাজে উৎসাহ পান ডিরাক।

পাঁচ

জার্মানিতে তখন হিটলারের স্বৈর শাসন শুরু হয়ে গেছে। দেশ ছেড়ে চলে গেছেন আইনস্টাইনসহ অনেক জার্মান বিজ্ঞানী। ১৯৩৩ সালে আইনস্টাইন যোগ দেন প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজে। সেখানে এক বছর ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাটানোর জন্য আমন্ত্রণ আসে ডিরাকের কাছেও। ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে ডিরাক প্রিন্সটনে যোগ দেন। ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজের ফাইন হলে ডিরাকের অফিস। ডিরাকের পাশের রুমেই বসেন ইউজিন উইগনার এবং তাঁর পাশের রুমে আইনস্টাইন। ডিরাক আর আইনস্টাইনকে একই সঙ্গে প্রিন্সটনে পেয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে একটা বিরাট আশার সঞ্চার হয়েছিল, দুই মহারথী একসঙ্গে কাজ করবেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন রকমের বৈজ্ঞানিক সৌহার্দ গড়ে ওঠেনি। কারণ আইনস্টাইন ভালো ইংরেজি জানতেন না আর ডিরাক তাঁর স্বভাবমতো আইনস্টাইনের সঙ্গেও কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন না। ১৯৩৭ সালের ২ জানুয়ারি সেন্ট্রাল লন্ডনের হলবর্ন রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বিয়ে করেন ডিরাক, পদার্থবিজ্ঞানী ইউজিন উইগনারের বোন মার্গিটকে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হৈচৈ পড়ে যায় ডিরাকের বিয়ের সংবাদে। কেউ চিন্তাও করতে পারেননি যে ডিরাক মার্গিটের মত বিপরীত-স্বভাবের কাউকে বিয়ে করতে পারেন। রাদারফোর্ড তাঁর স্বভাবসুলভ উচ্চস্বরে বলেন, "ডিরাকের মতো লোককে সামলানোর জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাউকে দরকার ছিল। উইগনারের বোনের আট বছরের অভিজ্ঞতা আছে।" আসলে মার্গিটের আগে একবার বিয়ে হয়েছিল, সেখানে এক ছেলে এবং এক মেয়েও ছিল। সহকর্মী সহ-পদার্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে মার্গিটকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় ডিরাক সবসময় 'উইগনারের বোন'-ই বলতেন, কখনোই 'আমার স্ত্রী' বলতেন না। কেন ? সে প্রশ্নের জবাব কখনো দেননি ডিরাক। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে মার্গিট ফিরে আসে কেমব্রিজে তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। ডিরাক মার্গিটের ছেলে-মেয়েকে আইনগতভাবে নিজের করে নেন। দুই সন্ধান গ্যাব্রিয়েল ও জুডিথ ডিরাক পদবী গ্রহণ করে। কেমব্রিজের কাছে একটা বড় বাড়ি কেনেন ডিরাক ও মার্গিট। ১৯৪০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তাঁদের প্রথম কন্যা মেরির জন্ম হয়। দু'বছর পর ১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর জন্ম নেয় তাঁদের দ্বিতীয় কন্যা মনিকার।

বাবা হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে সব দায়িত্ব পালন করেছেন ডিরাক। চার সন্তানের প্রতিই তিনি সমান স্নেহশীল ছিলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কখনোই রাগ করেননি। তাদের সঙ্গে নিয়মিত খেলাধূলা করেছেন। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে সবাইকে নিয়ে ছুটি কাটাতে চলে যেতেন দূরে কোথাও। প্রত্যেক রবিবার সকালবেলা মেয়েদের নিয়ে সাইকেল চালাতে যেতেন। বাড়ির লনে বাগান করেছেন নিজের হাতে। প্রতি শনিবার ও রবিবার বিকেলে বাগানের কাজ করতেন। নিজেদের গাছ থেকে আপেল পেড়ে একটা একটা করে ধুয়ে মুছে গ্যারেজের দোতলায় সাজিয়ে রাখতেন অনেক যত্নে। স্কেল দিয়ে মেপে দেখতেন যেন প্রত্যেকটা আপেল পরস্পর থেকে সমান দূরত্বে থাকে।

কুকুর পছন্দ করতেন না ডিরাক। কিন্তু মেয়েদের আবদারে তাদের বিড়াল কিনে দিয়েছিলেন। বিড়াল ঢোকার জন্য দরজা তৈরি করতে গিয়ে বিড়ালের গোঁফের দৈর্ঘ্য মেপে দেখতেন দরজার মাপ ঠিক করতে।

গ্যাব্রিয়েল ও জুডিথ বড় হয়ে যাবার পর যে যার ইচ্ছেমত কলেজ -ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে। মেরি আর মনিকাকে প্রতি সন্ধ্যায় নিজের হাতে গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান শেখাতেন ডিরাক। তারা যখন জিজ্ঞেস করতো তাঁদের জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? ডিরাক বলতেন, "তোমার যা ভালো লাগে তাই হও। মনযোগ ও ভালোবাসা থাকলে অবশ্যই ভালো করবে।"

মার্গিটের সঙ্গে ডিরাকের সম্পর্কটা ভালোভাবেই টিকে গিয়েছিল। ডিরাক বিয়ের পরও খুব একটা বদলাননি। মানুষের সঙ্গ তিনি এড়িয়ে চলেছেন বরাবরই। অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে পছন্দ করেন না বলে কোন ধরনের দাম্পত্য-কলহ তাঁদের কখনোই হয়নি। সংসারে যা বলার একা মার্গিটই বলে গেছেন। আর ডিরাক চুপচাপ শুনেছেন। এভাবেই নীরবে সুখে কেটেছে তাঁদের ৪৭ বছরের দাম্পত্য জীবন। তবে মার্গিটের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন ডিরাক। গান শুনতে শিখেছেন। যদিও কনসার্টে কখনো যেতেন না। কারণ সেখানে দর্শকের কাশির শব্দে নাকি তাঁর মনযোগ ব্যাহত হত। তিনি ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনতেন রেডিওতে, আলো নিভিয়ে, চোখ বন্ধ করে।

সারাজীবনে দুই শতাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। রয়েল সোসাইটির রয়েল মেডেল পেয়েছেন ১৯৩৯ সালে, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক মেডেল ১৯৫২ সালে, ১৯৬৯ সালে পেয়েছেন মায়ামি ইউনিভার্সিটির ওপেনহেইমার প্রাইজ আর ১৯৭৩ সালে পেয়েছেন অর্ডার অব মেরিট।

১৯৬৯ সালে ডিরাক লুকাসিয়ান প্রফেসর পদ থেকে অবসর নেন। ১৯৭১ সালে সপরিবারে ফ্লোরিডা চলে যান। সেখানে ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন। সেখানেই ছিলেন আমৃত্যু। ১৯৮৪ সালের ২০ অক্টোবর ৮২ বছর বয়সে মারা যান পল ডিরাক।

বাবা হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে সব দায়িত্ব পালন করেছেন ডিরাক। চার সন্তানের প্রতিই তিনি সমান স্নেহশীল ছিলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কখনোই রাগ করেননি। তাদের সঙ্গে নিয়মিত খেলাধূলা করেছেন। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে সবাইকে নিয়ে ছুটি কাটাতে চলে যেতেন দূরে কোথাও। প্রত্যেক রবিবার সকালবেলা মেয়েদের নিয়ে সাইকেল চালাতে যেতেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নাগেরকোয়েল ও ডিব্রুগড়-এর মধ্যে চালাবে গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

শ্রী গঙ্গানগর ও গুয়াহাটির মধ্যে অন্য একটি অতিরিক্ত একমুখী স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ১০ এপ্রিল, ২০২৪: যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে নাগেরকোয়েল জং.-ডিব্রুগড়-নাগেরকোয়েল জং.-এর মধ্যে দুটি পাক্ষিক গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন নং. ০৬১০৩/০৬১০৪ (নাগেরকোয়েল জং.-ডিব্রুগড়-নাগেরকোয়েল জং.) এবং ০৬১০৫/০৬১০৬ (নাগেরকোয়েল জং.-ডিব্রুগড়-নাগেরকোয়েল জং.) উভয় দিকে একসাথে আট-আটটি ট্রিপের জন্য চলবে। এছাড়াও, রেলওয়ের পক্ষ থেকে শ্রী গঙ্গানগর - গুয়াহাটির মধ্যে একটি ট্রিপের জন্য ২১ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে একটি একমুখী স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনগুলি দক্ষিণ ভারতের দিকে ভ্রমণের প্রয়োজন থাকা উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীদের সুবিধার জন্য চালানো হবে। ট্রেন নং. ০৬১০৩ (নাগেরকোয়েল জং.-ডিব্রুগড়) গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ১২, ২৬ এপ্রিল ও ১০ এবং ২৪ মে, ২০২৪ তারিখ শুক্রবারে নাগেরকোয়েল জং. থেকে ১৭:৪৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ২০:৫০ ঘন্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৬১০৪ (ডিব্রুগড়-নাগেরকোয়েল জং.) গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ১৭ এপ্রিল ও ০১, ১৫ এবং ২৯ মে, ২০২৪ তারিখ বুধবারে ডিব্রুগড় থেকে ১৯:৫৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শনিবার ২১:৩০ ঘন্টায় নাগেরকোয়েল জং. পৌঁছবে। এই ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের জন্য এসি-৩ টিয়ার, এসি-৩ টিয়ার ইকোনমি ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং জেনারেল সেকেন্ড-ক্লাস-এর ব্যবস্থা থাকবে।

ট্রেন নং. ০৬১০৫ (নাগেরকোয়েল জং.-ডিব্রুগড়) গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ১৯ এপ্রিল ও ০৩, ১৭ এবং ৩১ মে, ২০২৪ তারিখ শুক্রবারে নাগেরকোয়েল জং. থেকে ১৭:৪৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ২০:৫০ ঘন্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৬১০৬ (ডিব্রুগড়-নাগেরকোয়েল জং.) গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ২৪ এপ্রিল, ০৮, ২২ মে এবং ০৫ জুন, ২০২৪ তারিখ বুধবারে ডিব্রুগড় থেকে ১৯:৫৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শনিবার ২১:৩০ ঘন্টায় নাগেরকোয়েল জং. পৌঁছবে। এই ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের জন্য এসি-২ টিয়ার, এসি-৩ টিয়ার, স্লিপার ক্লাস এবং জেনারেল সেকেন্ড-ক্লাস-এর ব্যবস্থা থাকবে।

এই ট্রেনগুলি মরিয়নি জং., ডিমাপুর, লামডিং জং., গোয়ালপাড়া টাউন, কোকরাঝাড়, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, বর্ধমান জং., খড়গপুর জং., ভুবনেশ্বর, ভিজিয়ানগরম জং., বিজয়ওয়াড়া জং., নেলোর, কোয়েম্বাটোর জং. এর্নাকুলাম টাউন এবং তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে।

অন্যদিকে, একমুখী স্পেশাল ট্রেন নং. ০৪৭১৭ (শ্রী গঙ্গানগর-গুয়াহাটি) ২১ এপ্রিল, ২০২৪ (রবিবার) তারিখে শ্রী গঙ্গানগর থেকে ১৩.৫৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ (বুধবার) তারিখে ০৪.৫০ ঘন্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনটি শ্রী করণপুর, বিকানের, রতনগড়, জয়পুর, আগ্রা ক্যান্ট, লখনউ, গোরখপুর, মুজাফফরপুর, বেগুসরাই, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ বঙাইগাঁও, গোয়ালপাড়া টাউন এবং কামাখ্যা ইত্যাদি হয়ে চলবে।

এই রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই গরমের সময় স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণের জন্য এই সুযোগ নিতে পারবেন।এই স্পেশাল ট্রেনগুলির বিশদ বিবরণ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

অরুণাচলে মুখ্যমন্ত্রী খান্ডুকে নিয়ে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ নাড্ডার

ইটানগর, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, অসমের পরিষদীয় মন্ত্রী অশোক সিংঘলদের পাশে নিয়ে বিজেপির ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।

আজই সকালে 'সূর্য্যোদয়ের দেশ' অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরে এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। ডনি পোলো (হলঙ্গি) বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু দলের জাতীয় সভাপতিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

বিজেপি সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা দইমুখে আয়োজিত 'বিকাশিত ভারত বিকশিত অরুণাচল প্রদেশ' শীর্ষক বিশাল নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন।

শিলিগুড়িতে গবাদি পশু পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার ট্রাক চালক

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : শিলিগুড়িতে ট্রাকে করে গবাদি পশু পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ট্রাক চালককে। ধৃতের নাম জহিরুল ইসলাম। সে অসমের বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে ট্রাকটিকে আটক করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে পাচারের খবর যায় পুলিশের কাছে। তারা জানতে পারে উত্তর দিনাজপুর থেকে দার্জিলিং হয়ে জলপাইগুড়ির দিকে রওনা দিয়েছে একটি ট্রাক। তাতে ৩৮ টি গবাদি পশু রয়েছে। যার মধ্যে ২৫ টি গাই ও ১৩ টি বাছুর ছিল। খবর পেয়ে ফুলবাড়ি টোল প্লাজা এলাকায় ওঁত পেতে বসেছিল পুলিশ। গভীর রাতে এলাকায় শুরু হয় নাকা তল্লাশি। তল্লাশি অভিযানে ট্রাকটি ধরা পড়ে। চালক কোনও নথি দেখাতে পারেননি। গবাদি পশু নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পশু রফতানি আইন মেনে চলতে হয়। সেরকম কিছু ছিল না বলে খবর। বিহার থেকে অসমে গবাদি পশুগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে মনে করছে পুলিশ। গবাদি পশুগুলিকে উদ্ধার করে সরকারি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় আর কারা জড়িত তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

শিলিগুড়িতে টোটো চুরির অভিযোগে গ্রেফতার দুই

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : টোটো চুরির অভিযোগে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতেদর নাম সঞ্জীব দাস (৩৬) ও কার্তিক দাস (৩০)। দুজনেই শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ৮ এপ্রিল রাতে ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত প্রকাশ নগর থেকে একটি টোটো চুরি হয়। পরের দিন চুরির ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ দায়েরের পর ভক্তিনগর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এর পরে বুধবার গভীর রাতে পোকাইজোট থেকে টোটো উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে টোটো চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই অভিযুক্তকে। চুরির ঘটনায় পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

ভূপতিনগরে হামলাকারীদের উলটো করে ঝুলিয়ে সিধে করা হবে: অমিত শাহ

বুনিয়াদপুর, ১০ এপ্রিল (হি. স.): ভূপতিনগরে এনআইএ-র ওপর হামলাকারীদের উলটো করে ঝুলিয়ে সিধে করা হবে। বুধবার বালুরঘাট কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে ভোট প্রচারে এসে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন তিনি বলেন, গোটা দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে করছে। আইএনডিআই জোটের মানসিকতা নিয়ে কি কখনও ""প্রতিরক্ষা করিডোর"" তৈরি হবে?'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন কোন দল ক্ষমতায় রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে রাজ্যগুলির সঙ্গে বৈষম্য করা হত। কিন্তু এনডিএ সরকার ""সবকা সাথ, সবকা বিকাশ""-এর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে।

আমরা বলি বিকশিত ভারতের জন্য বিকশিত তামিলনাড়ু।

তাই আমরা আমরা গত ১০ বছরে তামিলনাড়ুর উন্নয়নে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছি।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন আইএনডিআই জোটকে আক্রমণ করে বলেছেন, 'আইএনডিআই জোট ভারতের শক্তিতে বিশ্বাস করে না। করোনার এত বড় মহামারী বিশ্বে এসেছে। আইএনডিআই জোটের লোকজন বলত, ভারত ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারে না। আমরা বলেছিলাম আমরা একটি মেড ইন ইন্ডিয়া ভ্যাকসিন তৈরি করব। আর তাই করেছি, ভারত শুধুমাত্র ভ্যাকসিন তৈরিই করেনি, বিনামূল্যে প্রদান করে কোটি কোটি মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে।'

দেশে যারা বিনিয়োগ শেষ করতে চায়, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে ডিএমকে : প্রধানমন্ত্রী

কোয়েম্বাটুর, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে-কে ফের আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের মেট্টুপালায়মে একটি নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'যারা দেশে বিনিয়োগ শেষ করতে চায় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে ডিএমকে। এই লোকজন নিজেদের রাজনীতি দিয়ে তামিলনাড়ুর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। বিজেপি সরকার তামিলনাড়ুর এই অঞ্চলে একটি ""প্রতিরক্ষা করিডোর"" তৈরি

দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে হাফলং বিধানসভা এলাকায় ঘর থেকে ভোট প্রদান আগামী ১৩ এবং ১৬ এপ্রিল

হাফলং (অসম), ১০ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে লোকসভা নির্বাচন, ২০২৪-এর প্রথম দফার ভোট আগামী ১৯ এপ্রিল। প্রথম দফায় ভোটের জন্য ইতিমধ্যে ঘর থেকে ভোট প্রদান করার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট। ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হবে পশ্চিম কারবি আংলং, কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলাকে নিয়ে গঠিত একমাত্র ৬ নম্বর ডিফু সংসদীয় আসনের অন্তর্গত হাফলং বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী ১৩ এবং ১৬ এপ্রিল ঘর থেকে ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

আজ বুধবার এ নিয়ে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘর থেকে ভোট দেওয়ার জন্য ৮৫ বছর উর্ধ ভোটার ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটাররা আবেদন করেছিলেন তাঁদের ওই দুদিন বাড়িতে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ডিমা হাসাও জেলার জেলা আয়ুক্ত তথা নির্বাচনী আধিকারিক সীমান্ত কুমার দাস।

আগামী ১৩ ও ১৬ এপ্রিল হাফলং বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৮টি সেক্টর এবং ১১৭টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের অধীনে ৪৮ জন পোলিং অফিসার, বিএলও, পুলিশকর্মী এবং ভিডিওগ্রাফার নিয়োগ করা হয়েছে। ওই সকল ভোটকর্মী আগামী ১৩ ও ১৬ এপ্রিল বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট গ্রহণ করবেন। ওই দুদিন ৮৫ বছরের উর্ধ এবং বিশেষভাবে সক্ষম মোট ২৮৯ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন বলে জানিয়েছেন পোস্টাল ব্যালট সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী আয়ুক্ত বিপ্লজিৎ পুরকায়স্থ।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে ঘর থেকে ভোট ব্যবস্থার মাধ্যমে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল নির্বাচন আয়োগ। এবার লোকসভা নির্বাচনেও এই ব্যবস্থা সমগ্র দেশে প্রয়োগ করা হয়েছে।

তৃণমূলকে জেতানো মানে সন্দেশখালির মতো অত্যাচারের লাইসেন্স দেওয়া: অমিত শাহ

বুনিয়াদপুর, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতানো মানে সন্দেশখালির মতো অত্যাচার করার লাইসেন্স দেওয়া। বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে ভোটপ্রচারে এসে এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অমিত শাহ প্রশ্ন করেন, আপনার নাকের ডগায় দিনের পর দিন মহিলাদের ওপর অত্যাচার হল কী ভাবে? তিনি বলেন, 'মমতা দিদি আপনি তো মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। একটা কথা আমি আপনার কাছে জানতে চাই। সন্দেশখালির মতো লজ্জাজনক ঘটনা নিয়েও আপনি রাজনীতি করছেন? বছরের পর বছর আপনার নাকের তলায় মহিলাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা অত্যাচার করছিল। তাদের ধরতে গেলে ইডির ওপর ইটবৃষ্টি করা হল। হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পরে আত্মসমর্পণ করল'। তিনি এও বলেন, 'আমি আজ মমতা দিদিকে প্রশ্ন করতে চাই। তোষণের রাজনীতি করে কয়েকটা ভোট পাওয়ার জন্য সন্দেশখালির অপরাধীদের আপনি রক্ষা করছেন? গোটা বাংলার মা - বোনেরা জেনে গিয়েছে যে আপনি সন্দেশখালির অপরাধীদের সঙ্গে রয়েছেন"।এর পরই তিনি বলেন, "মা ও বোনেরা, আমাকে বলুন, সন্দেশখালির অপরাধীদের যার বাঁচায় তাদের কখনও ভোট দেওয়া কি উচিত? কে বাঁচাচ্ছে সন্দেশখালির দোষীদের? তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতানো মানে সন্দেশখালির মতো অত্যাচার করার লাইসেন্স দেওয়া। মোদীজিকে জেতানোর মানে, সোনার বাংলা গঠন'।

নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ সপা-র, একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি অখিলেশ যাদবের

লখনউ, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করল সমাজবাদী পার্টি (সপা)। বুধবার লখনউতে দলের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেন অখিলেশ যাদব। নির্বাচনী ইস্তেহারে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সপা প্রধান। তিনি বলেছেন, 'আমরা আমাদের ঘোষণাপত্রের নাম দিয়েছি ""জনতা কা মাং পত্র - হামারা অধিকার""।

এই ইস্তেহারের প্রধান দাবিগুলি হলো- সংবিধান রক্ষার অধিকার, গণতন্ত্র রক্ষার অধিকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের অধিকার। দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সামাজিক ন্যায়বিচারের অধিকার।

দেশে জাতিগত জনগণনা ছাড়া অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সম্ভব নয়।' সপা প্রধান অখিলেশ যাদব আরও বলেছেন, 'ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে- জাতিগত জনগণনা ঝুলিয়ে রাখা উচিত নয়। আমরা ২০২৫ সালের মধ্যে একটি জাতিগত জনগণনা পরিচালনা করব, এবং তারই ভিত্তিতে, ২০২৯ সালের মধ্যে সকলের জন্য ন্যায়বিচার এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

সমস্ত ফসলের জন্য কৃষকদের এমএসপি-র আইনি গ্যারান্টি এবং তাও স্বামীনাথন সূত্রের ভিত্তিতে গণনা করা হবে... আধাসামরিক কর্মীদের সহ সকলের জন্য ওল্ড পেনশন স্কিম চালু করা হবে। অগ্নিবীর নীতির অবসান ঘটিয়ে, আবার সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়মিত নিয়োগ করা হবে।'

বুধবার আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালস বনাম গুজরাট টাইটানস ম্যাচ, হেড টু হেড রেকর্ডে কারা এগিয়ে

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি.স.): বুধবার জয়পুরের সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালস বনাম গুজরাট টাইটানস ম্যাচ।

ম্যাচের আগে আপনাকে হেড-টু-হেড নম্বর এবং পরিসংখ্যানে কারা এগিয়ে:

আইপিএলে আরআর বনাম জিটি হেড-টু-হেড:

**খেলা হয়েছে : ৫টি

*রাজস্থান জিতেছে: ১টি

**গুজরাট জিতেছে : ৪টি

**সবশেষ ফলাফল: জিটি নয় উইকেটে জয়ী (২০২৩)

আর আর বনাম জিটি আইপিএলে সবচেয়ে বেশি রান:

**হার্দিক পান্ডিয়া (জিটি):

৫ ইনিংসে ২২৮ রান।

**জস বাটলার (আরআর):

৫ ইনিংসে ১৯০ রান।

**ডেভিড মিলার (জিটি):

৪ ইনিংসে ১৭৭ রান।

আরআর বনাম জিটি আইপিএল ম্যাচে সবচেয়ে বেশি উইকেট:

**মহম্মদ শামি (জিটি):

৫ ম্যাচে ৭ উইকেট।

**হার্দিক পান্ডিয়া (জিটি): ৫ ম্যাচে ৭ উইকেট।

**রশিদ খান (জিটি):

৫ ম্যাচে ৬ উইকেট।

এশিয়া ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ডে বিধ্বস্ত লক্ষ্য সেন

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল (হি.স.): বুধবার ভারতীয় তারকা শাটলার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী লক্ষ্য সেন চীনের নিংবোতে এশিয়া ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের এককে চীনের শীর্ষ বাছাই শি ইউ কুই-এর কাছে সরাসরি গেমে হেরে গেছে। ফলাফল ১৯-২১, ১৫-২১।

এদিকে প্রতিভাবান প্রিয়াংশু রাজাওয়াতও পুরুষদের একক প্রথম রাউন্ডে হেরে গেছেন। রাজাওয়াত মালয়েশিয়ার আট নম্বর বাছাই লি জি জিয়ার কাছে। তিনি হারলেন ৩৯ মিনিটে ৯-২১,

স্কুলের খাতার মলাটে মমতার ছবি, বিধি ভঙ্গের অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : ভোটের মুখে স্কুলে দেওয়া খাতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি থাকা নিয়ে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই খাতার মলাট এবং মলাটের পিছনের অংশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিসহ শিক্ষাপ্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ছবি রয়েছে। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের সবুজসাথী প্রকল্প থেকে সংখ্যালঘু ছাত্রীদের জন্য সরকারি প্রকল্প, ক্রীড়া এবং মেধাবী-কৃতীদের সংবর্ধনায় মমতার ছবি রয়েছে। যাকে নির্বাচনের আগে বিধিভঙ্গ বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিজেপি নেতা। বুধবার সকালে এ নিয়ে একটি এক্সবার্তায় স্কুল শিক্ষা দফতরের ছবি নিয়ে বিতর্ক তুললেন শুভেন্দুবাবু। উল্লেখ্য, স্কুল পড়ুয়াদের বিনামূল্যে খাতা দিচ্ছে স্কুল শিক্ষা দফতর। কিন্তু সেই খাতার মলাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি কেন? এই প্রশ্ন তুললেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের বিরোধী দলনেতার দাবি, এতে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হতে পারে।

বুধবার এক্স হ্যান্ডলে এই বিষয়ে একটি পোস্ট করেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করে লেখেন, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, শিক্ষা দফতরের মাথারা জেলে। নগদ টাকার বিনিময়ে অযোগ্য ব্যক্তিদের সরকারি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। স্কুল শিক্ষার পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে। শিক্ষার মান প্রতিদিনই নিম্নমুখী হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ করেই স্কুল শিক্ষা দফতরের ঘুম ভাঙল। ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে নোটবুক বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরপর শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, আমি এই পদক্ষেপের প্রশংসা করি। আমি স্কুল শিক্ষা দফতরকে স্কুলে-স্কুলে ব্যাগ, পেন্সিল, জ্যামিতি বক্স ও রঙ পেন্সিলও দেওয়ার অনুরোধ জানাই।তবে এনিয়ে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিরোধী দলনেতা বলেন, যেহেতু নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু রয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী একজন জনপ্রতিনিধি, সেহেতু, মলাটে তাঁর ছবি সহ নোটবুক বিতরণ করলে তা নির্বাচন কমিশন দেখতে পারে। ভোটার অভিভাবকদের প্রভাবিত করার জন্যই খাতা দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা দফতরের উদ্দেশে নয়া পরামর্শও দেন শুভেন্দুবাবু। তিনি বলেন, খাতা দেওয়া চালিয়ে যেতে চাইলে, স্কুল শিক্ষা দফতর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি-সহ নোটবুক ছাপাতে দিতে পারে। পোস্টে নির্বাচন কমিশন, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও রাজ্যের মুখ্যসচিবকে যুক্ত করেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

প্রসঙ্গত, এর আগে রেশনে সরবরাহকৃত খাদ্যশস্যের বস্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি থাকা নিয়ে অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা। এরপর সেই একই অভিযোগ দুষ্ট হল রাজ্যের তৃণমূল সরকার।

বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলা, মধ্য কলকাতায় অশান্তি

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর কলকাতার বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষের বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা। ভোটের মুখে এই ঘটনায় রীতিমতো সরগরম রাজ্য রাজনীতি। হামলার পিছনে তৃণমূলের হাত রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে বিজেপির তরফে।

বিজেপি নেতা তমোঘ্ন ঘোষের দাবি, হামলাকারীদের লক্ষ্য আমিই ছিলাম। বাইকে চড়ে দুষ্কৃতীরা এসেছিল। সিসি ক্যামেরাটা ভাঙা হয়েছে। যাতে আমাকে ওখান দিয়ে ঢুকতে ও বের হতে গেলে, তার আর কোনও রেকর্ড না থাকে। এবং তাতে আমার উপর হামলা করতে সুবিধা হয়। ইজি টার্গেট। ফিরতে আমার অনেক রাত হচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে তখন একা ঢুকি। স্বাভাবিক অর্থে আমার উপর হামলা করার আদর্শ সময় তো সেটাই হতে পারে। সরাসরি লড়াই তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির এখানে। তাপস রায় জিতছে, সেটা তাঁরা বুঝতে পারছে। তাঁরা বুঝে এই সব কাণ্ডগুলি করছে। কী হবে ? তাতে ভয় পেয়ে সবাই পালিয়ে যাবে নাকি ? একদম চোখে চোখে রেখে তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই হবে। তৃণমূলকে হারাবো এখানে।"

দুপুরে তিনি বলেন, "থানায় এসে এই তো বের হলাম। এমন কিছু করবো না যাতে মানুষের অসুবিধা হয়। এবং আমাদেরও সময় নষ্ট হয়।"

তমোঘ্ন ঘোষের সঙ্গে থানায় হাজির হন কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। বিজেপির উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতির বাড়িতে হামলার ঘটনায় তাপস রায়ের প্রতিক্রিয়া," এটা অসভ্যতা। সিসিটিভি ভাঙার ফুটেজ আমরা জমা দিয়েছে। আশা করি চটজলদি তদন্ত করে এটা বার করা হবে।এটা কারা করল ? এর পিছনে কারণ কী ? তিন-চারদিন চেয়েছে পুলিশ। দেওয়া হয়েছে। "

প্রতিবাদে আমহার্স স্ট্রিট থানার সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। এর পাশাপাশি, পালটা তৃণমূল সমর্থকরা হাজির হন সেখানে। চলে স্লোগান পালটা স্লোগান। সব মিলিয়ে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। পুলিশের বড় বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে যায়।

সিএএ নিয়ে মমতা দিদি ভয় দেখাচ্ছেন : অমিত শাহ

বুনিয়াদপুর, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : "সিএএ নিয়ে মমতা দিদি ভয় দেখাচ্ছেন"। বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে জনসভা থেকে এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন সভায় দাঁড়িয়ে সিএএ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে শাহ বলেন, 'হাতজোড় করে বাংলার জনতাকে বলতে চাই, মমতা দিদি বাংলার লোকেদের বোকা বানাচ্ছেন। ভয় না পেয়ে যত শরণার্থী এসেছেন, তাঁরা যেন নাগরিকত্বের আবেদন করেন। কারও নাম বাদ যাবে না।'

এদিন সভার শুরুতেই ভিড় নিয়ে প্রশংসা করতে শোনা যায় শাহকে। সুকান্তকে বলেছেন, 'আপনার ভোটের ফল তো এখানেই হয়ে গেল!' পাশাপাশি এদিন বাংলায় আসন সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বলেন, '২০১৪-য় দু'টি আসন দিয়েছিলেন, ২০১৯-এ দিলেন ১৮টি আসন। ২০২৪ সালে ১৮ থেকে বাড়িয়ে ৩০ করতে হবে। যাতে বিজেপির ৩৭০ আসন নিশ্চিত হয়।' 'বিজেপি অসমে অনুপ্রবেশ খতম করেছে। বাংলায় লোকসভা ভোটে ৩০ আসন পেলে এখানে সীমান্ত টপকে কোনও 'পরিন্দা'ও ঢুকতে পারবে না', এমনটাই বলেন শাহ।

পাশাপাশি এদিন ভূপতিনগর নিয়েও প্রতিক্রিয়া দেন অমিত শা। ভূপতিনগরে বিস্ফোরণের মামলায় এনআইএ তদন্ত নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়ে শা বলেন, 'সবাইকে উল্টো ঝুলিয়ে সোজা করা হবে'। সন্দেশখালি প্রসঙ্গে মমতাকে প্রশ্ন করে শাহ বলেন, 'সন্দেশখালির মতো লজ্জাজনক ঘটনা নিয়েও আপনি রাজনীতি করছেন!' প্রসঙ্গত এবারের ভোটে নির্বাচনী প্রচারের জন্য এই প্রথম বাংলায় পা রাখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

৫ উপসর্গ: ত্বকে দেখা দিলেই সতর্ক হোন, ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে

অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত প্রসাধনীর বহুল ব্যবহার এবং ত্বকের যত্নে অনীহা এই সব কারণ ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ক্যানসার শরীরের যে কোনও অঙ্গে হতে পারে। অঙ্গভেদে ক্যানসারের লক্ষণও আলাদা হয়। ত্বকের ক্যানসারের বেশ কয়েকটি উপসর্গের মধ্যে অন্যতম হল ঘাড়ে, মুখে এবং কানের কাছে মাংসপিণ্ড তৈরি হওয়া।

চিকিৎসার পরিভাষায় একে বলা হয় "বেসাল কার্সিনোমা"। মূলত সূর্যের আলো শরীরের যে সব অংশে স্পর্শ করে, সেই অঙ্গগুলিতেই এই ধরনের উপসর্গগুলি দেখা যায়। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্যানসারের অন্যতম বড় কারণ। অনেকে মনে করেন ত্বকে আঁচিল বেরোলে তা আদতে ক্যানসারের উপসর্গ। এমনটা কিন্তু নয়। শরীরের কিছু অংশে আঁচিল দেখা দিলে তা নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। যদি আঁচিল ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে তা ত্বকের ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে। সাধারণ মানুষের পক্ষে আঁচিল না ক্যানসার তা বোঝা সহজ নয়। তাই ঝুঁকি না নিয়ে চিকিতকদের পরামর্শ নেওয়াই ভাল।

কোন কোন উপসর্গ দেখলে সতর্ক হবেন?

বিভিন্ন কারণে ত্বকের নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। তবে ত্বকের ক্যানসারের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

১) বাদামি, কালো বা গাঢ় নীল রঙের কোনও দাগ হঠাতদেখা দিলে।

২) ত্বকের উপর মোমের মতো সাদা রঙের কোনও মাংসপিণ্ড, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

৩) কোনও ক্ষত, যেখান থেকে রক্তপাতও হতে পারে।

৪) ত্বকে কোনও অংশে দাগ দেখা দিলে আর সেই দাগের স্থানে যদি ক্রমাগত চুলকানি হয়, আর ব্যথা হয়।

৫) সারা গায়ে আঁচিলের মতো মাংসপিণ্ড ছড়িয়ে পড়লে।

উপরিউক্ত যে কোনও একটি

সমস্যা যদি ঘাড়, কান বা মুখের কোনও অংশে দেখতে পান তাহলে অতি অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নিন।

গ্রীষ্মকালে তো বটেই, শীতকালেও বাড়ির থেকে বেরোলে অতি অবশ্যই ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন।

কী ভাবে সুরক্ষা নেবেন?

১) সূর্যের আলো থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন ডি শরীরের একটি অপরিহার্য উপাদান। তবে সূর্যের তীব্র আলোর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। ২) গ্রীষ্মকালে তো বটেই, শীতকালেও বাড়ির থেকে বেরোলে অতি অবশ্যই ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন। এমনকি, আকাশ মেঘলা থাকলেও সানস্ক্রিন মেখে বেরোনোই ভাল।

৩) ত্বক উজ্জ্বল করার ক্রিম, মাথার রং এই সব ব্যবহারের আগে উপকরণগুলি খুব ভাল করে দেখে নেবেন। না হলে কিন্তু এই সব থেকেই ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়ে।

৪) ত্বকে হঠাৎ করে কোনও দাগ বা মাংসপিণ্ডের আবির্ভাব ঘটলে অবহেলা না করে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন।

খারাপ খাবার শরীরকে বানাবে রোগের ডিপো

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সবসময়ই খাদ্যাভ্যাসের ওপর জোর দেওয়া হয়। তবে কোন খাবারগুলো দেহে বাজে প্রভাব ফেলে সেই বিষয়ে নজর দেওয়া হয় কম।

ফলে দেখা যায় ভালো খাবার খাওয়া হচ্ছে ঠিকই, পাশাপাশি বাজে খাদ্যাভ্যাসের কারণে দেহ সঠিক সুরক্ষা মিলছে না।

তাই বজে খাদ্যাভ্যাসগুলো এড়ানোই হবে মঙ্গল।

অতিরিক্ত মদ্যপান

যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যারি অ্যালবাস 'ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "অতিরিক্ত মদ্যপান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করবে। বিশেষ করে যেকোনো সংক্রমণ দমন করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় হওয়ার ক্ষমতা কমে যায় মদ্যপানের জন্য। কারণ অ্যালকোহলের কারণে শরীর ক্ষতিকর উপাদান চিনতে এবং তার বিরুদ্ধেপ্রতিরোধব্যবস্থাগড়েতুলতেসময় বেশি লাগে।"

"মদ্যপানের আরেকটি ক্ষতিকারক দিক হল তা খাবার থেকে পুষ্টি উপাদান শোষণের হার কমিয়ে দেয়। বিশেষত, ভিটামিন সি এবং জিঙ্ক শোষন করতে সমস্যা দেখা দেয়। আর দুটোই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মদ্যপানেরকারণে যেকোনো রোগেরঝুঁকি যেমন বাড়বে, তেমনি রোগের ভোগান্তিও বাড়তে পারে।"

অতিরিক্ত চিনি

অ্যালবাস বলেন, "খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত চিনি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। চিনি বেশি এমন খাবার নিয়মিত খাওয়া ক্রমাগত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলে। এর প্রধান কারণ শ্বেত রক্তকনিকা, যা সংক্রমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। অতিরিক্ত চিনি সেই শ্বেত রক্তকনিকারই ক্ষতি করে।"

অতিরিক্ত লবণ

'দ্য ডায়েটারি গাইডলাইনস ফর আমেরিকানস'য়ের মতে, 'প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন সোডিয়াম গ্রহণ করা উচিত সর্বোচ্চ ২৩০০ মি.লি.গ্রাম। তবে যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ প্রতিদিন গড়ে ৩৪০০ মি.লি.গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করে। এই বাড়তি সোডিয়াম দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অ্যালবাসের ভাষায়, "খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত সোডয়ামযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার বেশি থাকলে শরীরে প্রদাহ হওয়া আশঙ্কা বেড়ে যায়, যা পক্ষান্তরে দুরারোগ্য ব্যধির ঝুঁকি বাড়ায়। লবণের মূল উপাদান সোডিয়াম। লবণ বেশি খেলে তা শরীরের প্রদাহনাশক প্রতিক্রিয়াকে দমিয়ে দিতে সক্ষম। অন্ত্রের ব্যাক্টেরিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে অতিরিক্ত সোডিয়াম বা লবণ। যা পক্ষান্তরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়।" 'ক্রোন'স ডিজিজ', আলসার, 'সেলিয়াক ডিজিজ', 'লুপাস' ইত্যাদি 'অটোইমিউন ডিজিজ' যাদের আছে, অতিরিক্ত লবণ তাদের এই রোগগুলোর তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়।

ফল ও সবজি কম খাওয়া

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যাট মাজিনো বলেন, "রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সচল ও সক্ষম রাখতে হলে খাদ্যাভ্যাসে পর্যাপ্ত ফল ও সবজি থাকতেই হবে। এগুলোতে থাকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ, 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য অত্যন্ত জরুরি।" আরও থাকে ভোজ্য আঁশ যা অন্ত্রের ব্যাক্টেরিয়ার জন্য উপকারী। আর অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বজায় থাকলেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে শক্তিশালী। ভিটামিন ডি'র অভাব মাজিনো বলেন, "সুস্থ সবল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ভিটামিন ডি। কারণ এর প্রদাহনাশক গুণ রোগ প্রতিরোধকারী কোষের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। তাই যারা ঘরে বসে কাজ করার কারণে বাইরে রোদে বের হতে পারেন না বা যে দেশগুলোতে এখন বর্ষাকাল, সেখানকার মানুষের উচিত হবে ভিটামিন ডি 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণের বিষয়টা নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ করা।"

হরমোনে গড়মিল বাঁধাতে পারে যেসব খাবার

হরমোন ভারসাম্যহীনতার কারণ হতে পারে দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস। হরমোনের ভারসাম্যহীনতা দেহের সকল প্রক্রিয়ায়র ওপর প্রভাব রাখে। তাই সুস্থ থাকতে হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। পুষ্টিবিজ্ঞানের তথ্যানুসারে 'টইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল যা হরমোনের ভারসাম্যহীনতার জন্য দায়ী হতে পারে।

রেড মিট: গরু, খাসী ইত্যাদির মাংসে থাকা স্যাচুরেটেড এবং হাইড্রোজিনেটেড চর্বি অস্বাস্থ্যকর, যা এড়িয়ে চলাই উপকারী।

অতিরিক্ত রেড মিট খাওয়া দেহে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বাড়ায় এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। তাই রেড মিটের বদলে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ মাছ বা ডিম অথবা চর্বিহীন প্রোটিন খাওয়া উপকারী।

ক্রুসাফেরস সবজি: সবজি উপকারী। তবে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। ক্রুসাফেরস সবজি যেমন- ফুল কপি, ব্রকলি; এই ধরনের খাবার অতিরিক্ত খাওয়া প্রদাহ বাড়ায়। তাছাড়া এসব সবজি অতিরিক্ত খাওয়া থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রভাব রাখে। যা হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

প্রক্রিয়াজাত খাবার: প্রক্রিয়াজাত খাবার সহজলভ্য হলেও এগুলো খাওয়া হরমোনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

এসব খাবারে চিনি, লবণ, প্রিজারভেটিভ সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। যা খাওয়া দেহের প্রদাহ, মানসিক চাপ এমনকি স্থূলতার ঝুঁকিও বাড়ায়।

ক্যাফেইন: অতিরিক্ত ক্যাফেইন ধরনের খাবার ঘুমচক্রের ওপরে প্রভাব ফেলে। এছাড়াও অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ দেহের কর্টিসোলের মাত্রা বাড়ায় এবং যা মানসিক চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। আর হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

দুধের তৈরি খাবার: দুধের তৈরি খাবার পুষ্টি উপাদানে ভরপুর। তবে তা হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় প্রভাব ফেলে। অতিরিক্ত দুধের তৈরি খাবার অন্ত্রের প্রদাহ বাড়ায় এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় প্রভাব রাখে। এমনকি অতিরিক্ত দুধ খাওয়াও দেহে ট্রাইগ্লিসারাইড ও শর্করার মাত্রা বাড়ায়। মিষ্টি, ক্যান্ডি: অতিরিক্ত ক্যান্ডি বা শর্করা-জাতীয় চকোলেট এবং মিঠাই রক্তের শর্করার মাত্রা বাড়ায়। নিয়মিত বাড়তি শর্করা গ্রহণে লেপ্টিন এবং ঘ্রেলিনের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে। এই দুই হরমোনই ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত এবং দেহের হরমোনের ভারসাম্যতায় প্রভাব রাখে। সয়া দিয়ে তৈরি খাবার: সয়া শরীরের জন্য উপকারী। তবে অতিরিক্ত সয়ার তৈরি খাবার হরমোনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। এতে আছে বায়োঅ্যাক্টিভ উপাদান যা ফাইটোইস্ট্রোজেন নামে পরিচিত। এটা দেহের ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বাড়ায় এবং দীর্ঘ মেয়াদে প্রজনন স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।

মৃত্যুর কারণ হতে পারে মোবাইলের ওয়াইফাই!

রাতে ঘুমানোর সময় মোবাইলটা হয় বিছানা থেকে কিছুটা দূরে রাখবেন বা সেটা বন্ধ করে রাখবেন। কেননা, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ ভয়ঙ্কর ক্ষতির করণ হতে পারে। সম্প্রতি উত্তর জাটল্যান্ডের নবম শ্রেণির একদল ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন রকমের শাকের বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ প্রাণের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক। তা মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।পরীক্ষার ফলাফলে যথেষ্টই উতসাহিত ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও সুইডেনের গবেষকরা। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা চালাতে চেয়েছেন স্টকহলমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট গবেষক ওলে জোহানসন। তিনি বেলজিয়ান অধ্যাপক মারি-ক্লেয়ার কামার্তকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাটা আবার করতে চেয়েছেন। পরীক্ষাটা যারা চালিয়েছে সেই ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম লি নিয়েলসন জানিয়েছেন, ৪০০ রকমের শাকের বীজের ওপর তারা পরীক্ষাটা চালিয়েছেন। দু'টি আলাদা ঘরে একই তাপমাত্রায় ৬টি ট্রেতে ওই শাকের বীজগুলিকে রাখা হয়েছিল। ১২ দিন ধরে ওই দু'টি ঘরে রাখা শাকের বীজগুলিকে সম পরিমাণ জল আর সূর্যালোক দেওয়া হয়েছিল তাদের বেড়ে ওঠার জন্য। তাদের মধ্যে শাকের বীজ রাখা রয়েছে এমন ৬টি ট্রে'কে রাখা হয়েছিল দু'টি ওয়াইফাই রাউটারের কাছাকাছি। সাধারণ মোবাইল ফোন থেকে যতটা বিকিরণ আসে, ওই ওয়াইফাই রাউটারগুলি থেকে বিকিরণ আসে ততটাই। ১২ দিন পর দেখা গেল, ওয়াইফাই রাউটারের কাছে রাখা শাকের বীজগুলি মোটেই বাড়েনি। তাদের বেশির ভাগই হয় শুকিয়ে গিয়েছে বা মরে গেছে। আর যে শাকের বীজ ভরা ট্রেগুলির ধারে কাছে কোন ওয়াইফাই রাউটার ছিল না, সেগুলি খুব সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠেছে জল আর সূর্যালোক পেয়ে।নবম শ্রেণির যে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাটা চালিয়েছে, তাদের আর এক জন ম্যাথিল্ডে নিয়েলসন বলেছেন, এটাই প্রমাণ করেছে, ওয়াইফাই বা মোবাইলের বিকিরণ প্রাণের পক্ষেকতটা বিপজ্জনক। তাই আমাদের পরামর্শ, ঘুমোতে যাওয়ার সময় হয় মোবাইল ফোনটা দূরে রাখুন বা বিছানায় রাখতে হলে সেটাকে বন্ধ করে রাখুন। না হলে তা মস্তিষ্ক বা শরীরের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হতে পারে।

কোলেস্টেরলের চোখরাঙানি বেড়েছে

অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া এবং শরীরচর্চার অভাবের জেরে বেশির ভাগ ঘরেই এখন হার্টের রোগী আছেন। উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে "খারাপ" কোলেস্টেরল এ সব যেন মানুষের নিত্যসঙ্গী। এক বার ওষুধ খাওয়া শুরু করলে আর রেহাই নেই। তাই প্রথম থেকেই ওষুধনির্ভর জীবন বেছে না নিয়ে, ডায়েটে কিছু পরিবর্তন এনে, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই কোলেস্টেরলকে জব্দ করুন।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজের ডায়েট থেকে অতিরিক্ত চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, চিনি বাদ দিতে হবে। প্রতি দিন রান্নায় বেশি তেল ব্যবহার করা যাবে না। আর এমন খাবারই খান, যাতে ওজন না বাড়ে। ওজন যথাযথ থাকলে কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বেশি করে শাকসব্জি ডায়েটে রাখলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। উদ্ভিজ খাবারে দ্রবণীয় ফাইবার বেশি মাত্রায় থাকে। দ্রবণীয় ফাইবার কোলেস্টেরল ও লাইপোপ্রোটিনের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ওটমিল, আপেল, মটরশুটির মতো খাবার দ্রবণীয় ফাইবারের একটি ভাল উত। তা শরীরকে কোলেস্টেরল শোষণ করতে বাধা দেয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ গ্রাম ফাইবার ডায়েটে রাখলে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব, কার্ডিয়োভাসকুলার রোগের আশঙ্কা দূর করা যায়। ওটমিল ছাড়াও বার্লির আটা, তিলের বীজ, সূর্যমুখী বীজ, কুমড়ার বীজ, চিয়া বীজ, রসুন, পেঁয়াজ, সয়াবিন, টফু এবং সয়া দুধে ভাল মাত্রায় দ্রবণীয় ফাইবার থাকে।

কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজের ডায়েট থেকে অতিরিক্ত চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, চিনি বাদ দিতে হবে। ছবি:শাটারস্টক।

পুষ্টিবিদদের মতে, ঈষদুষ্ণ জলে সব রকম বীজ ভিজিয়ে সকালে খাওয়ার অভ্যাস করলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। সঙ্গে ডাবের জল খেতে পারেন। ডাবের জল শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ময়দার বদলে জলখাবারে বার্লির রুটি খাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে বাটিভর্তি স্যালাড খাওয়া অভ্যাস করুন।

মিষ্টি আলুর রোগ প্রতিরোধে নতুন দিগন্ত

দক্ষিণ কোরিয়ার চুংনাম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি গবেষক হিসেবে গবেষণা করছেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী নারায়ণ চন্দ্র পাল। মিষ্টি আলুর ভাইরাস ও ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ে গবেষণায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারি প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্রপ সায়েন্স'-এর সেরা বিজ্ঞানীর (পোস্টডক্টরাল ক্যাটাগরি) পুরস্কার পেয়েছেন। নিজের কাজ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন এই গবেষক

মিষ্টি আলুর রোগ প্রতিরোধে নতুন দিগন্ত মিষ্টি আলু উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে, সংরক্ষণে এবং পরিবহনে অনেক ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে ভাইরাস ও ছত্রাক রোগ অন্যতম। আমি মূলত গবেষণা করছি ভাইরাস রোগ কমিয়ে আনা আর ছত্রাক রোগের কারণ নির্ণয়ে। ছত্রাকের কারণে মিষ্টি আলু তিনটি প্রধান রোগে আক্রান্ত হয়। সেগুলো হলো গাছের ঢলে পড়া ও মিষ্টি আলুর পচন, নরম পচা রোগ এবং ব্লু মোল্ড। এ তিনটি রোগের কারণ তিনটি ছত্রাকের বিভিন্ন প্রজাতি। ছত্রাক

জীবাণুগুলো হলো যথাক্রমে ফুসারিয়াম , রিজোপাস এবং পেনিসিলিয়াম আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা যায়, ফুসারিয়ামের চারটি প্রজাতি এবং এগুলোই মিষ্টি আলুর গাছের ঢলে পড়া এবং পচন রোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের মলিক্যুলার ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষায় দেখা যায়, এর সঙ্গে আরও ২টি প্রজাতি জড়িত। মানে মোট ৬টি ফুসারিয়াম প্রজাতি এই রোগগুলো সৃষ্টি করে। এই রোগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চারা অবস্থা থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত যেকোনো সময় রোগটি বা রোগগুলো হতে পারে। মিষ্টি আলু দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় না। সাধারণত উন্নত সংরক্ষণাগারে তিন থেকে চার মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় কিন্তু মিষ্টি আলু সংরক্ষণের সময় রিজোপাসের দুটি প্রজাতি সাধারণত রোগ সৃষ্টি করে। এর মধ্যে একটি প্রজাতি দক্ষিণ কোরিয়ায় আগে দেখা গেছে। আমরা দেখতে পেয়েছি আরও একটি প্রজাতি পচা রোগের জন্য দায়ী।এই রোগটি বহু বছর আগে একবার যুক্তরাষ্ট্রে দেখা গিয়েছিল। আবার মিষ্টি আলু সংরক্ষণে হিমাগারে পেনিসিলিয়ামের সংক্রমণ ঘটে। ফলে মিষ্টি আলুতে দেখা যায় ব্লু মোল্ড রোগ। এত দিন মনে করা হতো, এই রোগের জন্য পেনিসিলিয়ামের -কে দায়ী করা হতো। কিন্তু আমরা দেখেছি, পেনিসিলিয়ামের আরও একটি প্রজাতি এ রোগ সৃষ্টি করে। সেই প্রজাতিটির বিস্তারিত মলিকিউলার ও বাহ্যিক গঠন নিরূপণ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। মিষ্টি আলুর আরও একটি রোগ আছে। সেটা নামে একধরনের জীবাণুর সংক্রমণে হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় জীবাণুটির বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য ও যাবতীয় তথ্য গবেষণার মাধ্যমে বের করেছি আমরা। আমাদের গবেষণার ফল আন্তর্জাতিক বিশ্বের বেশ কয়েকটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লিখিত চার ধরনের জীবাণুর বিভিন্ন প্রজাতির এক বা একাধিক জিনের আংশিক সিকোয়েন্স করা হয়েছে আমাদের গবেষণায়। জিন সিকোয়েন্স ছাড়া আজকের দিনে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা হয় না। পৃথিবীখ্যাত জিনব্যাংক হলো এটি পরিচালনা করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। আমরা ৬৯টি সিকোয়েন্স সেই জিনব্যাংকে জমা করেছি। এগুলো বিজ্ঞানীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের পরবর্তী গবেষণা হচ্ছে কৃষকদের হাতে রোগমুক্ত স্টক তুলে দেওয়া। সেটা করতে পারলে সুস্থ মিষ্টি আলুগাছ পাওয়া যাবে। পরবর্তী ধাপে পরবর্তী বছরে হয়তো ভালো কোনো অগ্রগতি দেখতে পাব।

ভাজাভুজি মানেই অস্বাস্থ্যকর নয়

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাইরের খাবার কম খান অনেকেই। তবে বাঙালি ভোজনরসিক। স্বাস্থ্যসচেতন বাঙালির হেঁশেলেও বৃষ্টি-বাদলার সন্ধ্যায় মাঝেমাঝে পকোড়া, ফিশফ্রাইয়ের মতো মুখরোচক খাবার তৈরি হয়। এই ধরনের খাবার সাধারণত ডোবা তেলে ভাজা হয়। শরীরের খেয়াল রাখতে ডোবা তেলে ভেজা খাবার খান না অনেকেই।

তবে তেলে ভাজা মানেই যে তা অস্বাস্থ্যকর, তা কিন্তু নয়। ডোবা তেলে ভাজা খাবার খেয়েও কিন্তু সুস্থ থাকা যায়। সে ক্ষেত্রে ভাজার সময় কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

১) ছোট এবং বড় গ্যাস ওভেনে দুই ধরনের বার্নার থাকে। ডিপ ফ্রাই করার ক্ষেত্রে সব সময় ছোট বার্নার ব্যবহার করা জরুরি। আঁচ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। খাবার খুব কড়া হয়ে যায় না। বড় বার্নারে কিছু রান্না করলে আঁচ সহজে কমানো যায় না। তাতে খাবার বেশি ভাজা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

২) ভিজে কড়াইয়ে তেল ঢালবেন না। যে কোনও রান্নার প্রথম শর্ত এটাই। কড়াই ভাল করে গরম না হলে তেল না দেওয়াই ভাল। এতে রান্নার স্বাদ ভাল হয় না। সেই সঙ্গে খাবার তেল শোষণ করে বেশি। আগুনের তাপে কড়াই তেতে উঠলে তবেই তেল ঢালুন।

৩) ভাজাভুজির ক্ষেত্রে আঁচ একটা বড় বিষয়। কখনও বেশি আঁচে কিছু ভাজবেন না। তাতে খাবারের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। বেশি মুচমুচেও হয়ে যায়।

৪) অনেক সময় তেলের পরিমাণ বেশি হলেও খাবার কড়াইয়ে আটকে যায়। তেমন কিছু হবে কি না, তা আগে এক বার যাচাই করে নেওয়া জরুরি। তেল দেওয়ার আগে এক বার কোনও খাবারের টুকরো কড়াইয়ে ফেলে দেখুন, আটকাচ্ছে কি না। যদি খাবার কড়াইয়ে লেগে যায়, তা হলে কড়াই আরও এক বার মেজে নিতে পারেন।

৭ রামনগরের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দীপক মজুমদার বুধবার বাড়ি বাড়ি প্রচারে যান।

আবারও অসুস্থ বিজেপি প্রার্থী রেখা, নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে

উত্তর ২৪ পরগনা, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার প্রচারে বেরিয়ে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন বসিরহাট লোকসভার বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে শুশ্রূষার পর তিনি খানিক সুস্থ বোধ করেন। বসিরহাটে তাঁর নাম ঘোষণার পরেও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন রেখা। সে বার তাঁর চিকিৎসা হয়েছিল কল্যাণী এমসে।

সকালে প্রচারে বেরিয়েছিলেন সন্দেশখালির আন্দোলনের 'মুখ' রেখা। সঙ্গে ছিলেন দলীয় কর্মীরা। হিঙ্গলগঞ্জের দুলদুলিতে প্রচার করার সময়ই অসুস্থ বোধ করতে থাকেন রেখা। ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার অন্তর্গত সাগুলেরবিল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জরুরি বিভাগেই বসিয়ে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। তাঁর মুখে অক্সিজেনের মাস্কও পরানো হয়। কিছু ক্ষণ পর রেখা খানিক সুস্থ বোধ করেন বলে জানা গিয়েছে।

রেখার প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুলও শারীরিক ভাবে অসুস্থ। তাঁরাও চিকিৎসা চলছে। এত দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার তিনি বাড়ি ফিরেছেন।

বাংলায় লোকসভা ভোটে ৩০ আসন পেলেই অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে : অমিত শাহ

বুনিয়াদপুর, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলায় লোকসভা ভোটে ৩০ আসন পেলেই অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে। বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে নির্বাচনী জনসভা থেকে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে শাহ বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীরাই মমতার ভোট ব্যাংক।' শাহ আরও বলেন, 'অসমে অনুপ্রবেশ খতম করেছে বিজেপি। বাংলায় লোকসভা ভোটে ৩০ আসন পেলে এখানে সীমান্ত টপকে কেউ অনুপ্রবেশ করতে পারবে না।'

পাশাপাশি এদিন সিএএ নিয়ে মমতা ভয় দেখাচ্ছেন বলেও তোপ দাগেন অমিত শাহ। বলেন, 'মমতা দিদি বাংলার লোকেদের বোকা বানাচ্ছেন। আমি বলতে চাই, ভয় না পেয়ে যত শরণার্থী এসেছেন, তাঁরা যেন নাগরিকত্বের আবেদন করেন। কারও নাম বাদ যাবে না।' প্রসঙ্গত এবারের ভোটে নির্বাচনী প্রচারের জন্য এই প্রথম বাংলায় পা রাখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

ভোটের মুখে ফের বেলাগাম দিলীপ

দুর্গাপুর, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : উৎপাত ঠান্ডা করতে লাঠি বের করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। যা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই দানা বেঁধেছে বিতর্ক।

নিজের মন্তব্যের জন্য বরাবরই বিতর্কে জড়ান দিলীপ ঘোষ। ভোটের প্রচারেও তার অন্যথা হল না। কখনও তৃণমূলকে আক্রমণ, কখনও আবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করছেন। যার জেরে তৃণমূল দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থও হয়েছে। তাতেও থামছেন না তিনি।

রামদেবের নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যান সুপ্রিমকোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : যোগগুরু রামদেব এবং পতঞ্জলির কর্মকর্তা আচার্য বালকৃষ্ণ মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছিলেন। তবে বুধবার তাঁদের সেই ক্ষমাপ্রার্থনা গ্রহণ করল না সুপ্রিম কোর্ট। আদালত অবমাননার জন্য রামদেবকে প্রস্তুত থাকার বার্তাও দিল শীর্ষ আদালত।

এই নিয়ে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হেমা কোহলি বলেন, ''এখন তাঁদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। আমরা এই ক্ষমাপ্রার্থনা গ্রহণ করছি না। হলফনামা বাতিলের পর যা হবে তার জন্যে প্রস্তুত থকুন।''

উল্লেখ্য, পতঞ্জলির বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন মামলায় শীর্ষ আদালতে তুমুল ভর্ৎসিত হয়েছিলেন যোগগুরু রামদেব। এমনকী আদালতে মিথ্যা কথা বলায় রামদেব এবং পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আচার্য বালাকৃষ্ণনের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। বুধবার সেই মামলারই প্রেক্ষিতে ফের ''প্রস্তুত'' থাকতে বলা হয় রামদেবকে।

১ বৈশাখ ভালোবাসা ও সম্প্রীতির মঙ্গল শোভাযাত্রা যাদবপুরে

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য পহেলা বৈশাখ। পহেলা বৈশাখের দিন ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বার্তা দিতে বাংলার মানুষের দোরগোড়ায় হাজির মঙ্গল শোভাযাত্রা। প্রতি বছরের মত এই বছরও (১৪৩১) দক্ষিণ কলকাতার গাঙ্গুলি বাগান থেকে যাদবপুর শোভাযাত্রা হবে।

পহেলা বৈশাখের দিন (রবিবার) সকাল আটটায় শোভাযাত্রা শুরু হবে। মঙ্গল শোভাযাত্রা গবেষণা ও প্রসার কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ-এর উদ্যোগে অসাম্প্রদায়িক বাঙালিয়ানার এই উৎসবকে সফল করতে ইতিমধ্যেই জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

মঙ্গল শোভাযাত্রায় দেখানোর জন্য শিল্পকর্মের কাজ চলছে পাটুলির কিশোর বাহিনী ভবনে। এবারের শিল্পকর্মে থাকছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বিষ্ণুপুরের বোঙা হাতি, মৎস্যকন্যার আদলে বাংলার নৌকা, ট্যাপা পুতুল। আরো থাকছে বিভিন্ন রঙের কারুকার্যবাহী মুখোশ। তারই কাজ জোর কদমে চালিয়ে যাচ্ছেন শিল্পীরা।

এবারের মঙ্গল শোভাযাত্রা উদ্বোধন করবেন লুপ্তপ্রায় হাপু গানের শিল্পী তারা সুন্দরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমান, ভাষাবিদ ড. পবিত্র সরকার , লোকায়ত বেহালা শিল্পী রহমত আলী সহ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এবারের মঙ্গল শোভাযাত্রার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বাংলার লোকসংস্কৃতি মুর্শিদাবাদের লাঠি খেলা।

মঙ্গল শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে পহেলা বৈশাখের আগের দিন রাতে রাস্তা জুড়ে আলপনা দেন শিল্পীরা।

এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না। রাতজাগা আলপনা মঙ্গল শোভাযাত্রাকে এক বিশেষ মাত্রা দেবে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। উদ্যোক্তারা আরোও মনে করছেন, বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী, নাটকের দল, গানের দল, নাচের দল সহ অগণিত মানুষের অংশগ্রহণে এবারের মঙ্গল শুভযাত্রা জন প্লাবনে ভেসে যাবে।

ইউনেস্কো বাংলাদেশের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে মানবতার অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান দিয়েছে ২০১৬ সালে। ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুরে যে মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয়েছিল আজ তা কার্যত বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। মঙ্গল শোভাযাত্রা পশ্চিমবঙ্গে এবছর অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করবে।

ইতি মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই আনন্দঘন উৎসব ছড়িয়ে পড়েছে। কোচবিহারের দীনহাটা থেকে রায়গঞ্জ, বহরমপুর, কল্যানী,মধ্যমগ্রাম,শ্রীরামপুর, সল্টলেক, নদীয়ার বাদকুল্লা, নিউটাউন, ঢাকুরিয়া, নামখানা সহ নানা জায়গায় এখন এই উৎসব হয়। মঙ্গল শোভাযাত্রা গবেষণা ও প্রসার কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক বুদ্ধদেব ঘোষ জানিয়েছেন, আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় এই উৎসব ছড়িয়ে যাবে বলে আশা করছি।

আই লিগ জয়: ১৬ এপ্রিল বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান মহামেডান ক্লাবে

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি.স.): গত শনিবার শিলং লাজংকে হারিয়ে আই লিগ জিতেছে মহামেডান। এই আই লিগ জয়ের ফলে উৎসবের ঢল নেমেছে ক্লাব তাঁবুতে। রবিবার আই লিগ জয়ী দল ফিরেছে শিলং থেকে। বিমানবন্দর থেকে ক্লাব তাঁবু পর্য্যন্ত আই লিগ চ্যাম্পিয়ন দলের কোচ, ফুটবলারদের সম্বর্ধনা জানিয়েছে ক্লাব সমর্থকরা। এদিকে এবারের 'শান-এ-মহামেডান' প্রাপকের নাম ঘোষণা করে দিয়েছেন কর্তারা। এরা হলেন অতনু ভট্টাচার্য ও ইউসুফ আনসারি। এরা দুজনেই মহামেডানে খেলেছেন।

আই লিগ জয়ীদের সম্বর্ধনা দেওয়ার কথা ছিল ১৪ এপ্রিল পয়লা বৈশাখের দিন। কিন্তু ওই দিন ইডেনে আইপিএলের কেকেআর ম্যাচ।

ফলে এই দিন যদি মহামেডান মাঠে অনুষ্ঠান হয় এবং ইডেনে কেকেআরের ম্যাচ হয় তাহলে বিশাল সংখ্যক মানুষের সমাগম হবে। সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির। তাছাড়া পার্কিংয়ের সমস্যা হতে পারে। তাই সাদা-কালো কর্তারা ১৪ এপ্রিলের পরিবর্তে অনুষ্ঠানটি ১৬ এপ্রিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এদিন সন্ধ্যায় মঞ্চ থেকে আই লিগ চ্যাম্পিয়নদের জমকালো সংবর্ধনা দেবে মহামেডান।এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে মুখ্যমন্ত্রীকেও।

পুলিশ মানুষকে ভরসা দিতে পারছে না বলেই ইডি, সিবিআইকে আসছে, দাবি দিলীপের

দুর্গাপুর, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : ''পুলিশ মানুষকে ভরসা দিতে পারছে না বলেই ইডি, সিবিআইকে আসতে হচ্ছে।'' বুধবার এই মন্তব্য করেন বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

ভূপতিনগর বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের ভূমিকা নিয়ে এদিন প্রশ্ন তোলেন তিনি। বুধবার সকালে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা এলাকায় মর্নিং ওয়াকে ভূপতিনগর প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে বর্ধমানের খাগড়াগড় প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। বলেন, অপরাধীদের উল্লেখযোগ্য শাস্তি দিতে হবে।

ধরনা নিয়ে দিলীপবাবুর খোঁচা, 'যারা কাকার বাড়ি, মেসোর বাড়ি যাচ্ছে তাঁদের মানুষের কাছে বেরনোর মুখ নেই। নির্বাচন কমিশনে গিয়ে ধরনা দিতে হচ্ছে। আমরা সকাল থেকে মানুষের সামনে আছি।'

প্রসঙ্গত, দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিনের দফতরের বাইরে সোমবার ধরনায় বসে তৃণমূলের দশ সদস্যের প্রতিনিধি দল। এই দলে ছিলেন রাজ্যসভার পাঁচ তৃণমূল সাংসদ। এনআইএ-এর মতো এজেন্সির অপব্যবহার রুখতে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ চেয়ে এবং জলপাইগুড়ি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকারি বাড়ি তৈরির অনুমতি চেয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে যায় তৃণমূলের ওই প্রতিনিধি দল। কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দ্রুত সাক্ষাতের দাবিতে বিকেলে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরের বাইরে ২৪ ঘণ্টার ধরনায় বসেন তৃণমূল সাংসদ সহ দলের দশজন নেতানেত্রী। তাঁদের জোর করে পুলিশ সরিয়ে দেয়। মঙ্গলবারও এর জের চলে সেখানে।

ভূপতিনগরের ঘটনায় হাইকোর্টের রক্ষাকবচ এনআইএ-কে

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : ভূপতিনগর কাণ্ডে এনআইএ অফিসারদের গ্রেফতার নয়। রক্ষাকবচ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। কেস নং ১৪০/২০২৪ ভূপতিনগর থানার তদন্ত চলবে। এনআইএ অফিসারদের ভিডিও কনফারেন্সে জিজ্ঞাসাবাদে অনুমতি দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। ৪৮ ঘন্টা আগে নোটিস দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিওগ্রাফি পেশের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের রিপোর্টও তলব করেছে হাইকোর্ট। ২ সপ্তাহ পর পরবর্তী শুনানি হবে।

ভূপতিনগরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র উপরে হামলার ঘটনার তদন্তের জন্য এনআইএ অফিসারদের তলব করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। অভিযোগকারী অফিসার এবং আক্রমণের সময় আহত একজন অফিসারকে তদন্তের স্বার্থে ফৌজদারি আইনের (সিআরপিসি) ১৬০ ধারার অধীনে নোটিস দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সাক্ষী হিসাবে তলব করা হয়েছে। আহত অফিসারকে তাঁর চিকিৎসার কাগজপত্র নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। হামলার বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য বয়ান আকারে রেকর্ড করবে পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তারা।

অন্যদিকে, ভূপতিনগরের ২১ বিজেপি নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ৪০টি মামলার তদন্ত করতে পারবে না ভূপতিনগর থানার ওসি, অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করে জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বাকি মামলাগুলির তদন্ত চালু থাকলেও আদালতের অনুমতি ছাড়া চূড়ান্ত রিপোর্ট নয়, এমনটাই নির্দেশ আদালতের।

আগামী ১৫ এপ্রিল পর্য্যন্ত এই ২১ নেতা কর্মীকে গ্রেফতার নয়, মৌখিক নির্দেশে জানিয়েছে আদালত। এই ৪০ টি মামলার মধ্যে কতগুলি ক্ষেত্রে বিস্ফোরণের অভিযোগ আছে এবং সেগুলি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে কি জানানো হয়েছে? রিপোর্ট দিয়ে জানাবে রাজ্য, এমন-ই নির্দেশ বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর। ৮ এপ্রিল রিপোর্ট দিয়ে ওসি জানিয়েছিলেন যে, আদালত অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীদের রক্ষাকবচ দিলে তারা আসন্ন নির্বাচন ভণ্ডুল করার চেষ্টা করতে পারে।

আসানসোল কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল বিজেপি

কলকাতা, ১০ এপ্রিল, (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবশেষে আসানসোল কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করল গেরুয়া শিবির। প্রাক্তন সাংসদ এসএস আহলুওয়ালিয়াকে এই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে।

ভোটের ১ মাস ৩ দিন আগে আসানসোলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল বিজেপি। ২০১৪ সালেও তিনি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। সেই বার বাংলা থেকে দুটি আসন পেয়েছিল বিজেপি। এসএস আহলুওয়ালিয়া এবং বাবুল সুপ্রিয় জয়ী হয়েছিলেন।

২০১৯ সালে বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি।

কলকাতা বিমানবন্দরে বিমানযাত্রীর এমার্জেন্সি এক্সিট খোলার চেষ্টায় চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : হায়দরাবাদ থেকে কলকাতাগামী বিমানে এক যাত্রীর কাণ্ডে ছড়াল তীব্র চাঞ্চল্য। অভিযোগ, বিমানের এমার্জেন্সি গেট খোলার চেষ্টা করেন তিনি। যে কারণে আতঙ্ক ছড়ায় বাকি যাত্রীদের মধ্যে।

ইন্ডিগো ৬ই ৬৪৯৪ বিমানে ঘটে এই ঘটনা।সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিমানটি নিজামের শহর থেকে দমদম বিমানবন্দরে অবতরণের পর ১৮ এফ সিটে বসা যাত্রী আবুজার মণ্ডল কেবিন ক্রুদের নির্দেশ না মেনে বিমানের ডানার উপরে থাকা ওভার উইং এক্সিট স্টার বোর্ড সাইড ফ্ল্যাপ খোলার চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বাধা দেন বিমানকর্মীরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সে কথায় কান না দিয়ে এমার্জেন্সি ফ্ল্যাপটি খোলার চেষ্টা চালিয়ে যান।

এর পরেই সংশ্লিষ্ট বিমান কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের আধিকারিকদের খবর দেয়। রক্ষীরা ওই যাত্রীকে বিমান থেকে নিচে নামিয়ে আনেন।

ওই যাত্রীকে আনরুলি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

পরবর্তী সময় ওই যাত্রীকে আটক করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বিমানবন্দর থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে বিমানবন্দর সূত্র মারফত খবর। তবে এমন ঘটনায় বেশ খানিকক্ষণের জন্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। বিমান থেকে অবতরণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময়ও লাগে যাত্রীদের বলেই জানা গিয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের নির্বাচনে ভারতের জয়, শ্রীমতি জগজিৎ পাভাদিয়া পুনঃনির্বাচিত

নিউইয়র্ক, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : রাষ্ট্রসংঘে আরও একটি বড় জয় পেল ভারত। আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন ভারতের শ্রীমতি জগজিৎ পাভাদিয়া। রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এই নির্বাচনের আয়োজন করে। এটিকে সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মিসেস পাভাদিয়া সর্বাধিক ভোট পান।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'এদিন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ২০২৫-২০৩০ সময়ের জন্য আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন ভারতের প্রার্থী শ্রীমতি জগজিৎ পাভাদিয়া। রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ভারত সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়েছে।' প্রসঙ্গত, জগজিৎ পাভাদিয়া ২০১৯ সালেও জিতেছিলেন। তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী চিনের হাও ওয়েইকে পরাজিত করে রেকর্ড সংখ্যক ভোটে জিতেছেন।

শিলিগুড়িতে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : শিলিগুড়িতে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার হল এক অভিযুক্ত। মঙ্গলবার গভীর রাতে শিলিগুড়ির আশিঘর মোড় লাগোয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ধৃতের নাম শম্ভু দাস। সে শান্তিনগর বউবাজার এলাকার বাসিন্দা।

গত ২৫ মার্চ স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন ফকদইবাড়ির পঞ্চায়েত সদস্য চুমকি মণ্ডল। অভিযোগ, সেই সময় তাঁদের উত্যক্ত করে জনাকয়েক যুবক। চুমকিদেবীর স্বামী এর প্রতিবাদ করলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে ওই যুবকরা।

বাধা দিতে গেলে আক্রান্ত হন চুমকিদেবীও।

ঘটনার পরই আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই দম্পতি।

সেই ভিত্তিতে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

দিল্লির একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে জেলেই রাখতে চায় মোদী সরকার : সঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন আম আদমি পার্টির নেতা সঞ্জয় সিং। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'দিল্লির একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে জেলেই রাখতে চায় মোদী সরকার।' সঞ্জয় সিং আরও বলেছেন, 'দু''দিন আগে অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করেন এবং সেই বৈঠকে তিনি বার্তা দেন, নির্বাচিত বিধায়কদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে জনগণের সমস্যার কথা শুনতে হবে। আর এই বার্তার ভিত্তিতেই তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে আপনাকে আপনার পরিবার এবং আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করা থেকে বিরত রাখা হবে।'

এএপি নেতা সঞ্জয় সিং আরও বলেছেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়াল এখন ইস্তফা দিলে এই লোকজন আম আদমি পার্টিকে শেষ করে দেবে। আমাদের মন্ত্রীদের জেলে ভরা হবে। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীদের জেলে পাঠানো হবে এবং তারপর তাঁদের পদত্যাগ চাইবে। তাঁরা এম কে স্ট্যালিন, রেভন্ত রেড্ডি, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী, তেজস্বী যাদব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদবকেও জেলে ঢোকাবে।'

শ্রীলঙ্কার জেল থেকে মুক্তি পাওয়া ১৯ ভারতীয় মৎস্যজীবী পৌঁছলেন দেশে

চেন্নাই, ১০ এপ্রিল (হি. স.): শ্রীলঙ্কায় সদ্য মুক্তি পাওয়া ১৯ জন জেলবন্দি ভারতীয় মৎস্যজীবী পৌঁছলেন দেশে। বুধবার সকালে তাঁরা চেন্নাই বিমানবন্দরে পৌঁছন।

উল্লেখ্য, রামনাথপুরম ও আশপাশের এলাকা থেকে ২১ জন মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছিল শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী। তাঁদের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর অভিযোগ ছিল যে, ওই ২১ জন মৎস্যজীবী মাছ ধরতে গিয়ে শ্রীলঙ্কার জলসীমা অতিক্রম করেন। তারপরেই তাদের পাকড়াও করা হয় বলে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী জানায়।

কেজরিওয়ালের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে বিজেপির বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে বিক্ষোভ বিজেপির। বুধবার আম আদমি পার্টির সদর দফতরের কাছে গেরুয়া শিবিরের বিক্ষোভ প্রদর্শন নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। জানা গেছে, ব্যারিকেড ভেঙে আম আদমি পার্টির সদর দফতরের সামনে যাওয়ার চেষ্টা করে বিজেপি কর্মীরা। বিক্ষোভকারীদের আটকাতে জলকামানের ব্যবহার করে দিল্লি পুলিশ। জানা গেছে, বিক্ষোভের সময় দিল্লির বিজেপি সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব আহত হন। গোটা ঘটনার জেরে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়।

পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা ইউরোপের ক্লাবগুলোর

ম্যানচেস্টার, ১০ এপ্রিল (হি.স.): মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকায়, ওশেনিয়া এবং এশিয়ার বেশকিছু দেশে বুধবার পালিত হচ্ছে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের বড় উৎসব ঈদ বা ঈদুল ফিতর। এই উপলক্ষে বিশ্বের সব মুসলমান সমর্থকদের ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে ইউরোপের ক্লাবগুলো।

লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহার সমর্থনে বুধবার র‍্যালি আয়োজিত হয়।

গণতন্ত্রের কথা ভাবলেন না কেন?

● প্রথম পাতার পর

মানুষকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে, কারণ তারা জানে যে দেশের মানুষ এক হলে ইন্ডি জোটের রাজনীতি শেষ হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের নামে ভোট দিতে হবে। যদি ইন্ডি জোট শক্তিশালী হয় তবে এই লোকেরা এই দেশকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এখনও এক সমাজকে অন্য সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই লাগিয়ে দিতে এই লোকেরা কোনও খামতি রাখছে না। ইন্ডি জোটের লোকেরা কখনই ভারতের সংস্কৃতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে ব্যর্থ হয় না। রামটেক হল সেই জায়গা যেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রী রামের চরণ রয়েছে। এবার রামনবমীতে রামলালা তাঁর ভক্তদের তাঁবুতে নয়, রাম মন্দিরে দর্শন দেবেন। ইন্ডি জোটের লোকেরা রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা তাদের সনাতন বিরোধী চিন্তাভাবনাকে প্রতিফলিত করে। এই লোকেরা হিন্দু ধর্মের শক্তিকেও ধ্বংস করতে চায়। ইন্ডি জোটের লোকদের তাদের পাপের শাস্তি দেওয়ার সময় এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই কংগ্রেস ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষকে অবহেলা করেছে। কংগ্রেস বাবা সাহেব আম্বেদকরের রাজনীতিকে ধ্বংস করেছে, ভারতরত্ন থেকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু বিজেপির সমর্থনে কেন্দ্রে সরকার গঠিত হওয়ার পরই বাবা সাহেব আম্বেদকরকে ভারতরত্ন দেওয়া হয়। ২০১৪ সালে যখন এনডিএ সরকার গঠিত হয়, তখন একজন দলিত মায়ের সন্তান দেশের রাষ্ট্রপতি হন। ২০১৯ সালে, যখন আবারও এনডিএ সরকার গঠিত হয়েছিল, প্রথমবারের মতো একজন আদিবাসী মায়ের মেয়ে দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। এনডিএ সরকারে আমরা ওবিসি সম্প্রদায় থেকে রেকর্ড সংখ্যক মন্ত্রী করেছি। এনডিএ সরকারে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী কমিশন সাংবিধানিক মর্যাদা পেয়েছে এবং মেডিকেল স্টাডিতেও সংরক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এনডিএ সরকারের অধীনে একটি পৃথক আদিবাসী মন্ত্রকও গঠিত হয়েছে। ১০ বছরে উপজাতি কল্যাণের বাজেট ১০ গুণ বেড়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে এনডিএ সরকারের নীতির কারণে, স্কুল ও কলেজগুলিতে তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি সম্প্রদায়ের যুবকদের তালিকাভুক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সবকা সাথ, সবকা বিকাশের মন্ত্র সংবিধানের আসল চেতনা কিন্তু পরিবারতান্ত্রিক দলগুলো সব সময় সংবিধানের এই চেতনাকে অপমান করেছে। মাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে মিথ্যাচার করে এসব মানুষ শুধু তাদের পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কয়েক দশক ধরে কংগ্রেসের শাসনকালে তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা এমনকি মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত ছিল, কিন্তু দরিদ্র মায়ের সন্তান মোদী দরিদ্রদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার এবং তাদের উদ্বেগ কমানোর কাজ করেছে। এখন মোদী ১০০ শতাংশ সুবিধাভোগীদের ১০০ শতাংশ স্কিমের সুবিধার গ্যারান্টি দিচ্ছে এবং এটাই সত্যিকারের সামাজিক ন্যায়বিচার।মোদী বলেছেন, বিজেপি সরকারের অধীনে, তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষজনের স্থায়ী বাড়ি, বিনামূল্যে রেশন, বিনামূল্যে চিকিতা, শৌচাগার, বিদ্যুৎ এবং জলের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। গত ১০ বছরে, আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলিতে উন্নয়নের নতুন আশা জেগেছে যেগুলি আগে পিছিয়ে পড়া হিসাবে বিবেচিত হত এবং ফলস্বরূপ ২৫ কোটি দেশবাসী দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাই উদ্দেশ্য সঠিক হলে ফলাফলও ঠিক হয় বললে ভুল হবে না। এক দেশ এক সংবিধান কার্যকর হতে দেয়নি কংগ্রেস। যারা সংবিধানের নামে মিথ্যাচার করে তাদের জবাব দিতে হবে যে সংবিধান যদি আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাহলে আপনি কেন সারা দেশে বাবা সাহেবের সংবিধান বাস্তবায়নের সাহস দেখাতে পারেননি? মোদীই কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধানের বাস্তবায়ন দেখিয়েছেন। কংগ্রেসকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসকে উসকে দিতে কাজ করেছে এবং ৩৭০ অনুচ্ছেদ বজায় রেখেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ৩৭০ ধারা বাতিল করেছে এবং কাশ্মীরে সংবিধান প্রয়োগ করেছে। বাবা সাহেব আম্বেদকরের আত্মা এখন যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি বিজেপি সরকারকে আশীর্বাদ করছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-র বক্তৃতার কথা উল্লেখ করে নিজের ভাষণে বলেন, মল্লিকার্জুন ভাষণে বলেছিলেন, আপনি অন্য রাজ্যে গিয়ে ৩৭০-এর কথা বলছেন কেন, অন্ধ্রপ্রদেশ ও রাজস্থানের এর সঙ্গে কী সম্পর্ক? ৩৭০ অনুচ্ছেদের মতো সংবেদনশীল বিষয় দেশের রাজ্যগুলিকে আলাদাভাবে বলা কংগ্রেসের তোষণের রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো সেখানকার উপজাতি, তফসিলি জাতি ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ মানবাধিকার পেয়েছে। বছরের পর বছর ধরে, কংগ্রেস শাসন ভারতের মুকুটের জনগণ এবং মহিলাদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। সংবিধানের নামে কংগ্রেস দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কংগ্রেস দলও নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছে, কারণ এর সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী বৌদ্ধ অনুসারীরা। মোদী সরকারের নেতৃত্বে, প্রতিটি অধিকারী ব্যক্তি সিএএ-এর অধীনে নাগরিকত্ব পাবেন, এটাই মোদীর গ্যারান্টি। মহাবিকাশ আঘাড়ি এবং ইন্ডি জোট উন্নয়নের ঘোর বিরোধী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সেজে উঠেছে করিমগঞ্জের সব মসজিদ

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ এপ্রিল (হি.স.) : বৃহস্পতিবার খুশির ঈদ। টানা তিরিশ দিন রমজান মাস পালনের পর অবশেষে বৃহস্পতিবার ভারত ও বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মালম্বীরা মেতে উঠবেন ঈদ-উল-ফিতরে।ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে পারিবারিক ও সামাজিক মিলনেরও উৎসব হয়ে উঠে ইদ-উল-ফিতর। করিমগঞ্জে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মসজিদগুলিকে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঈদের প্রথম নামাজ পাঠ। করিমগঞ্জ টাউন ঈদগাহে ঈদ-উল-ফিতরের প্রধান জামাত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯-টায় অনুষ্ঠিত হবে। এখানে প্রায় ২০ হাজার মুসল্লি ঈদের নামাজ আদায় করবেন।করিমগঞ্জ জেলায় সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত হয়ে থাকে করিমগঞ্জ টাউন ঈদগাহে। নামাজ পরিচালনা করবেন উত্তরপূর্ব ভারত শরয়ীয়াহ ও নদওয়াতুত করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি ও বদরপুর আল জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়ার শিক্ষক মুফতি আব্দুল বাসিত ক্বাছিমি।বুধবার করিমগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী টাউন ঈদগাহে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে ঈদগাহে নামাজের বিস্তারিত তুলে ধরেছেন ঈদগাহ কমিটির সভাপতি আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক হবিবুর রহমান চৌধুরী, সম্পাদক দেওয়ান আব্দুল হেকিম চৌধুরী রাইজ, কোষাধ্যক্ষ বদরুল হক চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।তাঁরা জানান, টাউন ইদগাহ ময়দানকে ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে তোলা হয়েছে। শাওয়াল মাসের এক তারিখ ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন করতে জেলার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পরিবারের মধ্যে এক উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। সার্বিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত। প্রায় ২০ হাজার মুসল্লির এক সঙ্গে ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য টাউন ঈদগাহ প্রস্তুত। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করে তাঁরা বলেন, ঈদ-উৎসবের দিন নামাজের সময় যদি কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা-হলে সঙ্গে সঙ্গে কমিটিকে অবগত করতে হবে। অন্যদিক নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

হাইলাকান্দি জেনারেল অবজারভারের স্ট্রং রুম পরিদর্শন

হাইলাকান্দি (অসম), ১০ এপ্রিল (হি.স.) : সাত নম্বর করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের অধীন হাইলাকান্দি জেলার দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে বুধবার হাইলাকান্দির ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের কার্যালয় চত্বরে বিদ্যমান ইভিএম, ভিভিপ্যাট—এর স্ট্রং রুম সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন জেনারেল অবজারভার আদিত্য কুমার আনন্দ।এদিন জেনারেল অবজারভার আদিত্য কুমার আনন্দ হাইলাকান্দি পৌঁছেই সরাসরি ইভিএম, ভিভিপ্যাট—এর স্ট্রং রুমে ছুটে যান। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার নিসর্গ হিবরে গৌতম, ইভিএম সেলের অফিসার ইনচার্জ, ইলেকশন অফিসার সহ অন্য পদস্থ আধিকারিকদের কাছ থেকে স্ট্রং রুমের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে খোঁজখবর নেন তিনি।এর পর তিনি ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার নিসর্গ হিবরে গৌতমের চেম্বারে গিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে লোকসভা নির্বাচনের জন্য জেলা নির্বাচন বিভাগের প্রস্তুতির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সাত নম্বর করিমগঞ্জ কেন্দ্রের অধীন হাইলাকান্দি জেলায় সম্পূর্ণ যুব পরিচালিত একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র খুলছে হাইলাকান্দি জেলা নির্বাচন কর্তৃপক্ষ।ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে হাইলাকান্দি জেলার ১২১ নম্বর হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের ৮২ নম্বর পোলিং স্টেশন (এএসটিসি অফিস বিল্ডিং)—টি সম্পূর্ণ ইয়ুথ ম্যানেইজড পোলিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করেছে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন।যেহেতু ওই পোলিং স্টেশনে প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসাররা হবেন তরুণ, তাই হাইলাকান্দি জেলা নির্বাচন বিভাগের পার্সোনাল সেলের অফিসার ইনচার্জ এক বিজ্ঞপ্তিতে হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের ৮২ নম্বর পোলিং স্টেশনটিকে সম্পূর্ণ যুবকর্মী পরিচালিত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করে ওই কেন্দ্রে তরুণ হোম গার্ড, পুলিশ কর্মী, সশস্ত্র নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করার জন্য পুলিশ সুপারকে অনুরোধ করেছেন।

নিষিদ্ধ এগজিট পোল

হাইলাকান্দি (অসম), ১০ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এগজিট পোল নিষিদ্ধ করেছে নির্বাচন কমিশন। আসামের চিফ ইলেক্টরেল অফিসারের পক্ষে নির্বাচন বিভাগের জয়েন্ট সিইও তথা রাজ্য সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের এগজিট পোল সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে নিউজ ব্যুরো, মিডিয়া হাউস, রেডিও, টেলিভিশন চ্যানেল এবং সব সামাজিক মাধ্যম সহ সব ধরনের সংবাদ মাধ্যমকে আহ্বান জানিয়েছেন।এদিকে রাজ্য নির্বাচন বিভাগের নির্দেশের প্রেক্ষিতে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও হালিকান্দি জেলার সাংবাদিক, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, বিভিন্ন টিভি নিউজ চ্যানেলের প্রতিনিধিদের লোকসভা নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এগজিট পোল নিষিদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশ মেনে চলতে বলা হয়েছে।

আগামী শনিবার করিমগঞ্জে বিচ্ছিন্ন থাকবে বিদ্যুৎ সরবরাহ

করিমগঞ্জ (অসম) ১০ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ শহরের রেডক্রস হাসপাতালের সামনে এবং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সীমানা দেওয়ালের পাশে বিপদজনকভাবে বিদ্যমান একটি ফরিস গাছ আগামী শনিবার বন বিভাগের পক্ষ থেকে কাটার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।এ প্রসঙ্গে করিমগঞ্জ সদর রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার জানিয়েছেন, এই গাছের পাশে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন রয়েছে। যার জন্য গাছটি কাটা হবে। গাছ কাটার সময় করিমগঞ্জে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।তিনি আরও জানান, আগামী শনিবার সকাল ৭---টা থেকে বিকাল ৫ থেকে ৬ ঘণ্টার মধ্যে ওই গাছ নিরাপদে কাটার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

মহিলারা

● প্রথম পাতার পর

ক্যানাডা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। এই উৎসাহ পেয়ে দীর্ঘ দুই ঘন্টা পর তালা খুলে দেয় এস এস জি গ্রুপের সদস্যরা। এছাড়াও অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় ব্যাংকের বৃদ্ধ গ্রাহক সহ একাধিক গ্রাহকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন লালজুরী কানাডা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

ভৌমিক

● প্রথম পাতার পর

বিজেপির মধ্যে। এ লড়াইয়ের জনগণকে জিততে হবে। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য এ বিষয়টিকে মুছে ফেলতে চাইছে বিজেপি। তারা বিশ্বাস করে 'ওয়ান নেশন ওয়ান পোল'। এর ভিত্তিতে বিজেপি বিভাজনের সরকার তৈরি করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এদিনের সভায় ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা এবং রাজেন্দ্র রিয়াং কে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন সদ্য কংগ্রেসের যোগদান করা প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক অরুণচন্দ্র ভৌমিক।

জিতেন্দ্র চৌধুরী

● প্রথম পাতার পর

আসন্ন লোকসভা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। গত ৬ বছরে একটিও প্রতিশ্রুতি পালন করে নি তারা। বরং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি জনগণ।

রবীন্দ্র ভারতীতে 'শৃঙ্খলা মোতায়েনের চেষ্টা' নিয়ে অশান্তি

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি.স.): কাজের বদলে অকাজ সর্বত্র না হলেও এটাই বুঝি দস্তুর হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের নানা সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। শৃঙ্খলা-নিয়মানুবর্তিতার কথা বললেই বিপদ। এই প্রথার বদল আনতে চেয়ে বিতর্কের মুখে পড়লেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। তাঁর চেষ্টার বিরোধিতায় সরব হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও কর্মীদের একাংশ। দেখা দিচ্ছে অশান্তি।বিতর্কের শুরু কর্তৃপক্ষের একটি সদ্য জারি করা বিজ্ঞপ্তি ঘিরে। তাতে লেখা, 'প্রতিষ্ঠানের চত্বরে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে কাজের সময় অযথা ঘোরাঘুরি চলবে না।' এতেই চটেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংপৃক্তদের একাংশ। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘচাল ধরে রাজ্য বনাম রাজ্যপালের যে মতানৈক্য চলছে, নানাভাবে তার প্রভাব এসে পড়ছে বিভিন্ন জায়গায়। রবীন্দ্র ভারতীর বেহাল কর্মসংস্কৃতির জেরে বিরক্ত হয়ে উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরীর পদত্যাগ পর্যন্ত করেছিলেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর মধ্যস্থতায় কাজে যোগ দিলেও পরে আচার্য-রাজ্যপালকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন তাঁকে ফের যেন উপাচার্যের বিবেচনার তালিকায় না রাখা হয়।

কলকাতায় গত কয়েক বছরে যেসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে, সে সবে কড়াভাবে শৃঙ্খলা ও কর্মসংস্কৃতির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রায় পাঁচ দশক আগে এই প্রতিবেদক সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পড়ুয়া হিসাবে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন কিভাবে সেখানে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন তৈরিতে বাধা দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। ফাদার জোরিস আগন্তুক যুবদের নির্ভয়ে বলেছিলেন, লাগলে বুকে গুলি করো। যতদিন প্রাণ আছে ইউনিয়ন হতে দেব না। পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল অতি বাম বহিরাগতরা। বলাই বাহুল্য, গত কয়েক দশক ধরে নিয়মানুবর্তিতা আর ভাল ফলের হরেক নিদর্শন তৈরি করেছে কলকাতার এই প্রতিষ্ঠান।তাহলে রবীন্দ্র ভারতীতে সেরকম পরিবেশ আনার চেষ্টায় বাধা কেন? অধ্যাপকদের কেউ প্রকাশ্যে এ নিয়ে বিবৃতি দিতে এখনও রাজি হননি। তবে এক অধ্যাপক বলেন, "এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকলেই তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। শান্তি বজায় রাখার চেষ্টার নামে এ রকম ফতোয়া জারির অর্থ কী?" এক পড়ুয়া বলেন, "দুটো ক্লাশের মাঝে সময়ের ব্যবধান থাকলে আমরা তো বিশ্ববিদ্যালয়েই থাকব। এমন তো হতে পারে না, ওই সময় বাইরে চলে যেতে হবে! এমন তো নয় যে আমরা ক্লাশ না করে চত্বরে হইচই করছি! শৃঙ্খলার রাশ টানা তো রীতিমত গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথ) আদর্শের পরিপন্থী!" উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, তাঁকে যখন আচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল-মন্দ দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন, কাজটা নিষ্ঠার সঙ্গেই করতে চান। নির্ধারিত কাজের সময় কোনও প্রতিষ্ঠানেই কি ঢিলেঢালা বা চোখে লাগার মত পরিবেশ কাম্য? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনাটাই তো প্রধান।

এই অবস্থায় রবীন্দ্র ভারতীর কিছু পড়ুয়া রেজিস্ট্রারকে মেল-এর মাধ্যমে দাবি করেছেন, কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশিকার বিষয় 'অবাস্তব' এবং 'অভূতপূর্ব'। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি (আরবিইউটিএ) উপাচার্যর সঙ্গে দেখা করে সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত দাস বলেন, "আমরা উপাচার্যকে নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য বা বক্তব্য জানানোর অনুরোধ করেছি।"

প্রসঙ্গত, গত বছর রবীন্দ্রভারতীর অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তীর মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর প্রায় দু'মাস বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন ছিল। এর পর ৫ জুলাই মাসে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হিসাবে কর্নাটক হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করেন রাজ্যপাল। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার মাসখানেক না যেতেই নানা ধরণের বিক্ষোভ ও বেহাল কর্মসংস্কৃতির জেরে বিব্রত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সংগঠন তাঁর বিরোধিতা করে। আর তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে সংঘাতের আবহ তৈরি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। বি টি রোড ক্যাম্পাসে তাঁর গাড়ি ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এর পর তিনি জানিয়ে দেন, সাময়িকভাবে আর ক্যাম্পাসমুখী হবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নিগৃহীত হতে পারেন, এই আশঙ্কায় আপাতত বাড়ি থেকেই কাজ করতে চান। নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কার কথা তিনি লিখিত ভাবে পুলিশ এবং রাজভবনকে জানান। রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস সমস্ত কিছু জানার পরে তাঁকে বাড়ি থেকেই তাঁকে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাস থেকে কাজ চালাতে শুরু করেন শুভ্রকমলবাবু।এবার সেখানে উপাচার্যের শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন বাবাসাহেব অম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে কখন, কোন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তা তো উপাচার্যই ঠিক করবেন! আমি তো কোনও অন্যায় দেখছি না! বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির জন্য যদি উপাচার্যকে দায়ী করা হয়, তাহলে শান্তি বজায় রাখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও তিনি করবেন!" নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আর এক উপাচার্য বলেন, "শুভ্রবাবু কি কোনও বেআইনি বা অসাংবিধানিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? তাহলে সেব্যাপারে তো কেউ আদালতে যেতে পারেন!"

এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে বোমাবাজিতে উত্তপ্ত রেজিনগর

মুর্শিদাবাদ, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : লোকসভা নির্বাচনের আগে এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে বোমাবাজিতে উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানার আন্দুলবেরিয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধনচাপড়া গ্রাম। অভিযোগ কংগ্রেস এবং তৃণমূল সমর্থকদের সংঘর্ষে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল গোটে এলাকা। বুধবার ঘটনায় আহত হলেন উভয়পক্ষের ৪ জন।আহতদের মধ্যে ২ জন বর্তমানে চিকিৎসাধীন মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে আন্দুলবেড়িয়া এলাকায় দেওয়াল লিখতে গিয়েছিলেন এলাকার তৃণমূল নেতা রবিউল আলম গোষ্ঠীর অনুগামীরা। সে সময়ে আবার ওই এলাকায় ছিলেন ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত সভাপতির অনুগামীরা। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের তরফেই জানা গিয়েছে, এলাকার আধিপত্য নিয়ে দুই নেতার মধ্যে বিবাদ অনেক পুরনো। মাঝেমধ্যেই তাঁদের মধ্যে ঝামেলা হত। কিন্তু নির্বাচনের প্রাক্কালে বিষয়টি আরও বেশি করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অভিযোগ, দেওয়াল লিখনের সময়েই রবিউল আলমের গোষ্ঠীর লোকেদের ওপর হামলা চলে। এলাকায় শুরু হয় ব্যাপক বোমাবাজি। বাড়ির সামনেই ছিল বছর দশেকের এক নাবালক। বোমার স্প্লিন্টার ছিটকে এসে ঝলসে যায় তার পা। বোমাবাজির মধ্যে পড়ে আহত হন আরও পাঁচ জন। ক'দিন আগেই মুর্শিদাবাদে বোমা ফেটে এক ব্যক্তির হাত উড়ে গিয়েছে। এলাকায় মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী। তার মধ্যেই এই ধরনের ঘটনায় প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা। বিধায়ক রবিউল আলম বলেন, "এটা দুজনের পারিবারিক বিষয়, দেওয়াল লিখন না।" যদিও এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ক্যানিংয়ে প্রাক্তন শ্বশুরের হাতে আক্রান্ত যুবক

ক্যানিং, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : স্ত্রীর সাথে ছমাস আগেই ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে আচমকাই প্রাক্তন শ্বশুর লোকজন নিয়ে এসে হামলা চালায় যুবকের উপর। ঘটনায় লালচাঁদ মীর নামে ওই যুবক গুরুতর জখম হন। তাঁকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন।এই ঘটনায় অভিযুক্ত শ্বশুর হাফিজুল ঘরামী ঘটনার পর থেকেই পলাতক। বুধবার দুপুরে এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে তদন্ত। লালচাঁদ বলেন, "গোলাবাড়ি বাজারে ঈদের বাজার করছিলাম, আচমকাই উনি লোকজন নিয়ে এসে আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করেন। ওনার মেয়ের সাথে আমার ছমাস আগেই ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। তবুও এভাবে আমাকে মারধর করল।"

ডিমা হাসাওয়ে জ্বর-সর্দি-কাশি- বমি-ডায়ারিয়া-হামের প্রাদুর্ভাব, মৃত্যু চার শিশুর

হাফলং (অসম), ১০ এপ্রিল (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় জ্বর সর্দি কাশি বমি, ডায়ারিয়া এবং হামে (মিজিলস) আক্রান্ত হয়ে চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি ৫০-এর বেশি শিশু ওই সব রোগে আক্রান্ত।ডিমা হাসাও জেলার মাইবাং মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যন্ত সেমখর গ্রামে এ সব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে শিশুদের মধ্যে। গত কয়েক দিন থেকে প্রত্যন্ত সেমখর গ্রামের এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যবর্তী শিশুরা এ সব রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মাইবাং প্রাইমারি হেল সেন্টারের চিকিৎসক ডা. রবিপ্রকাশ রায়।

ডা. রবিপ্রকাশ বলেন, সেমখর গ্রামের ৯৫ শতাংশ শিশু হামে আক্রান্ত। এর মধ্যে বহু শিশুর রয়েছে জ্বর সর্দি কাশি ও বমি ডায়ারিয়া বলে তিনি জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে চিকিৎসকের দল সেমখরে উপস্থিত হয়ে শিশুদের চিকিৎসা করার পাশাপাশি হামের জন্য টীকা প্রদান করছেন। সমগ্র পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে চলছে স্বাস্থ্য বিভাগ।মাইবাং প্রাইমারি হেল সেন্টারের আরেক চিকিৎসক ডা. তিলক ডেকা জানিয়েছেন, এক থেকে আট বছরের শিশুরা মিজিলস (হাম) রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মিজিলসের টীকা না নেওয়া। ইতিমধ্যে জ্বর সর্দি কাশি বমি ডায়ারিয়া ও মিজিলসে আক্রান্ত শিশুদের মাইবাং প্রাইমারি হেল সেন্টার ও হাফলং সরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিপ্লব দেবের

● প্রথম পাতার পর

আসনে তিপ্রা মথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় কোন রকমে তিনি এই আসন থেকে জয়লাভ করেছেন।

বিপ্লব কুমার দেব বলেন কমিউনিস্ট নেতারা ভাবতো রাজ্যের জনজাতিরা তাদের পকেটে থাকে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বারবার জনজাতিদের বিশ্বাসের সাথে প্রতারণা হয়েছে।প্রতিটি বিধানসভা নির্বাচনে জনজাতি সংরক্ষিত কুড়িটি আসনের পর থেকে আসন গণনা শুরু করতেন। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে মোদীজির নেতৃত্বে আস্থা রেখে জনজাতিরা গণতান্ত্রিক পন্থায় তাদের যোগ্য জবাব দিয়েছে। তিনি আরো অভিযোগ করেন ত্রিপুরায় ইন্ডিয়া জোটের নামে কংগ্রেসের সাথে একসাথে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কেরলে রাহুল গান্ধীকে পরাজিতা করার জন্য কমিউনিস্টরা নিজেদেরকে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন এতটাই তলানিতে যে লোকাল কমিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট কমিটির পদাধিকারীদেরও এখন পাওয়া যায় না। উন্নয়ন বিরোধী এ জোটকে একটিও ভোট না দেওয়ার আহ্বান রাখেন তিনি।

নাম না করে এদিন সুদীপ রায় বর্মনকেও এক হাত নিয়ে তিনি বলেন শুধুমাত্র এমএলএ হওয়ার জন্য এবং নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য এক কংগ্রেস নেতা তৃণমূল হয়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। সেই নেতাই তৃণমূলে থাকার সময়ে রাজনৈতিক ময়দান গরম করে প্রচার করতেন বিজেপিকে দিয়ে কিছু হবে না। সেই ব্যক্তিকে প্রথম বিজেপি সরকারে মন্ত্রী বানানো হয়েছিল।

এদিন বাগমা মন্ডলের কিল্লা নয়াবাড়িতে ও মাতাবাড়ি মন্ডলের গামারিয়ায় নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ করেন। এদিনের দুটি জনসভায় উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, এডিসির সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, গোমতি জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায় প্রমুখ।

বিজেপি দেখিয়েছে

● প্রথম পাতার পর

রাজনীতি। কিন্তু কমিউনিস্টদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে মানুষ কংগ্রেস জোটকে ক্ষমতায় আনে। কিন্তু তখনও মানুষ কোন পরিবর্তন পায়। তারা ছিল কমিউনিক শাসনের কার্বন কপি। দেশের মানুষ ধরে নিয়েছিল হয়তো এভাবেই রাজত্ব করতে হয়। রাজনৈতিক শব্দটির পরিভাষা বদলে দিয়েছে বিরোধীরা। কিন্তু ২০১৪ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসেন তারপর থেকে রাজ্যের সহ দেশের মানুষ জানতে পেরেছে পরিবর্তন কাকে বলে। মানুষের স্বার্থে রাজনীতি করে দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার। এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। রেল - বিমান - সড়ক সব ক্ষেত্রেই একের পর এক উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী লোকসভা নির্বাচনে পুনরায় নরেন্দ্র মোদির সরকার প্রতিষ্ঠা এবং রাজ্যের দুটি আসনে পদ্ম ফুল ফোটানোর আহ্বান করে মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার সহ দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন বিজেপি কার্যকর্তারা।

শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর

হয়। এই মাসে সমস্ত মানবজাতির জন্য সর্বেশ্বরের কাছে আশীর্বাদ, ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করা হয়। পবিত্র রমজান মাস পালন করা হয় মানুষের প্রতি শুভকামনা ও দয়াশীলতা জাগ্রত করার জন্য। এর মাধ্যমে সকলের জন্য, বিশেষ করে দুর্বল, দরিদ্র, পিছিয়েপড়া মানুষদের প্রতি দয়া ও দানশীলতার বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব মরণ করিয়ে দেয়।' রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন এই উৎসব রাজ্যবাসীর জন্য আনন্দ, ভালবাসা, সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে এবং সৌভ্রাতত্ববোধ জাগ্রত করবে।

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি দীপা মজুমদার, বয়স-৫৭, স্বামী- শ্রী বিদ্যুৎ বিকাশ ধর, নিবাস- টাউন বড়দোয়ালী দক্ষিণ গাঙ্গাইল রোড, আগরতলা, পশ্চিম। পিন- ৭৯৯০০১। পেশা-সরকারি চাকুরিজীবী। আমার কিছু কিছু কাগজপত্রে দীপা মজুমদার এবং আর কিছুতে দীপা মজুমদার ধর রয়েছে। তাই এফিডেভিট নোটারিমূলে দীপা মজুমদার হিসেবে পরিচিত হয়েছি। সুতরাং এখন থেকে দীপা মজুমদার ধর এবং দীপা মজুমদার একই ব্যক্তি। এটাই চিরন্তন সত্য বলে স্বাক্ষর করেছি।

Sd/-
দীপা মজুমদার

খেলাধুলা

হার্ভেকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।এবার ব্লাডমাউথ ক্লাবের কাছে পরাজয় হজম করলো হার্ভে শিবির। বুধবার টিসিএ পরিচালিত সমীরণ চক্রবর্তী টি ২০ ক্রিকেট আসরে ব্লাডমাউথ ক্লাব ২ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো হার্ভে ক্লাবকে। টস জিতে ব্লাডমাউথ ক্লাব প্রথমে ফিল্ডিং করে। ব্যাটে হার্ভে দল ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৩৩ রান। হার্ভের পক্ষে সর্বাধিক স্কোর গড়ে সাহিল সুলতান ৫১।এছাড়া অর্ক জিত রায় ৩৮, আরমান হোসেন ১০,রিয়াজ উদ্দিন ১১ রান করেন। অতিরিক্ত সাহেব দেয় ১০ রানের ভরসা। বলে ব্লাডমাউথ শিবিরের হয়ে সৌরভ দাস দুটি এবং একটি করে উইকেট নেয় সানি সিং, বিক্রম কুমার দাসরা। পাল্টা খেলতে নেমে ব্লাডমাউথ শিবির শুরুটা পরিকল্পনা মাফিকই করে।

দুই ওপেনার স্কোরকে রানের অক্সিজেন দিয়ে এগোতে থাকে। বিক্রম ৩০, নিরুপম সেন চৌধুরী ২৬ রান করে আউট হয়ে গেলে পরবর্তীতে উইকেটে এসে স্কোরকে চালাতে থাকে সাগর, আকাশরা। সাগর সূত্রধর ১৫, আকাশ ২৩ ও শেষ দিকে দেবব্রত সাহা ১৩, নবীন কুমারের ৯, জয়দীপ ভট্টাচার্যের ৫ রানে ভর করে ১৯.৩ ওভারে জয়ের রান হাসিল করে নিলো ব্লাডমাউথ ক্লাব। দুটো উইকেট অক্ষত রেখেই এই জয় হাসিল করে নিলো ব্লাডমাউথ।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে বিশালগড় সদর এ জয় অব্যাহত রেখেই এগোচ্ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। যেমন সদর-এ, তেমনি বিশালগড়। দুই দলই অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে নিজেদের গ্রুপে টানা জয়ের মধ্যে রয়েছে। দুই দলই নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে জয় অব্যাহত রেখে শেষ চারের লক্ষ্যে এগুচ্ছে। রানির বাজার ক্রিকেট গ্রাউন্ডের খেলায় বিশালগড় ১১০ রানের ব্যবধানে জিরানিয়া কে পরাজিত করেছে। টস জিতে বিশালগড় প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৪৩.১ ওভার খেলে ২১৯ রানে ইনিংস শেষ করে।

দলের পক্ষে সৌরভ সূত্রধরের ৫৬ রান এবং সিদ্ধার্থ দেবনাথ এর ৪৮ রান উল্লেখযোগ্য। জিরানিয়ার অভয় দাস তিনটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে জিরানিয়া ব্যাট করতে নেমে ৩৬ ওভার খেলে ১০৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিশালগড়ের মৃন্ময় ভৌমিক ২৯ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে নেয় এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। এছাড়া, মানিক আহমেদ পেয়েছে দুটি উইকেট।

বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া গ্রাউন্ডে গ্রুপের অপর খেলায় সদর-এ ১৭২ রানের ব্যবধানে সোনামুরাকে পরাজিত করেছে। টস জিতে সদর-এ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৪৫ ওভারে আট উইকেটে ২৭২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রাজদীপ দেবনাথ দুর্দান্ত শতরান পায়। রাজদ্বীপ ১২৩ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়া ১০০ রানে ইনিংস শেষ করে, ৪০.২ ওভার খেলে। সদর-এর কিষান সরকার ১৬ রানী সার্টিফিকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

রেকর্ড : ৬ রানে মামনের ৮ উইকেট সেমিফাইনাল নিশ্চিত এগিয়ে চলো-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে এগিয়ে চলো সংঘ। গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে নয় উইকেটে এর ব্যবধানে দুর্দান্ত জয়ের সুবাদে এগিয়ে চলো সংঘ যথারীতি সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। গ্রুপ লীগের নিজেদের চতুর্থ তথা অন্তিম ম্যাচের মাথায় তৃতীয় জয়। এদিকে মামন রবি দাস তার জীবনের সেরা বোলিং করেছে। ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা দলের নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার মামন রবি দাসের। মামনের আগুন ঝরানো বোলিংয়ে গেলো ম্যাচে জয় পাওয়া নিউ প্লে সেন্টার কার্যত কুপোকাৎ হয়ে গেলো। গুটিয়ে গেলো মাত্র ১৪ রানে। যা অনায়াসেই করে নেয় এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। তবে ১০ উইকেটে জয় পেতে পারেনি। হারাতে হয়েছে সুতপা দাসের দলকে ১ টি উইকেট। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক সীমিত ওভারের ক্রিকেটে। তালতলা মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বুধবার প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে মামনের আগুন ঝরানো বোলিংয়ের সামনে ২২ গজে মাথা তুলে দাড়াতে পারেননি সৈকত লস্করের দলের মেয়েরা। দল মাত্র ১৩ ওভার ব্যাট করে গুটিয়ে যায় ১৪ রানে। দল সর্বোচ্চ ৬ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। ওপেনার ক্রিশ্টিনা রেমা সর্বাধিক ৪ রান করেন। দলের ৮ জন ব্যাটসম্যান কোনও রান করতে পারেননি। এগিয়ে চলোর পক্ষে মামন রবিদাস ৬ রানে ৮ টি এবং মৌচৈতি দেবনাথ ৫ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। মামন ১ ওভারে ৪ টি উইকেট নিয়েছেন। প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। জবাবে খেলতে নেমে ১৫ বল খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। দলের পক্ষে মৌমিতা সাহা ৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮ রানে এবং স্নিগ্ধা সরকার ২ রানে অপরাজিত থেকে যান। আসরে ৪ ম্যাচ খেলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে এ ডি নগরের সঙ্গে শীর্ষে রয়েছে এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। এডি নগর প্লে সেন্টার এবং এগিয়ে চলো সংঘ সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে খোয়াইকে হারিয়ে সদর বি সেমিফাইনালের লক্ষ্যে এগিয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা দ্বিতীয় জয় সদর বি-র। এই জয়ের সুবাদে সদর বি যথারীতি সেমিফাইনালের লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোলো। তবে গ্রুপে থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ চারে খেলার লক্ষ্যে সদর বি-এর ভাইটাল ম্যাচ রয়েছে তেলিয়ামুড়ার বিরুদ্ধে।

বুধবারে তেলিয়ামুড়ায় ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় সদর বি ৮ উইকেটে হোয়াইকে পরাজিত করেছে। সকাল সাড়ে নটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে খোয়াই প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৪০.৪ ওভার খেলে ১৫১ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে দীপ্তনু দাস সর্বাধিক ৪৪ রান পায়। সদর বি-র সন্দীপন দাস ২৭ রানে তিনটি উইকেট এবং আকাশ দেবনাথ, অধিনায়ক অর্পণ ভট্টাচার্য ও দিগবিজয় দেববর্মা প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর-বি বিশেষ করে আরিয়ান, সন্দীপনদের প্রশস্ত ব্যাটে সহজে দল জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। ৩৪.১ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়ে সদর বি জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

আরিয়ান ৯৮ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৭৪ রান সংগ্রহ করে। সন্দীপন ৯০ বল খেলে ৬টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৯ রান সংগ্রহ করে দায়িত্বপূর্ণ ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

জয়ের হ্যাটট্রিক করে উদয়পুর শেষ চারের লক্ষ্যে, বিলোনিয়াও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা তিন ম্যাচে জয় ছিনিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক উদয়পুরের। পর পর তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে উদয়পুর সেমিফাইনালে পৌঁছার পথ অনেকটা সুগম করে নিয়েছে। গ্রুপের অপর খেলায় বিলোনিয়া পাঁচ উইকেটে সাব্রুমকে পরাজিত করেছে। শান্তির বাজারে বাইখোড়া স্কুল গ্রাউন্ডের খেলায় টস জিতে উদয়পুর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ৪৫ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ২৫৩ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার শ্রীমন দেবনাথ ১১১ বল খেলে ১৫টি বাউন্ডারি সহযোগে ১০১ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোরকার্ডে বড় স্কোর গড়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। সুবীর বৈদ্যের ৫২ রান এবং শানিত সাহার ৪৩ রানও উল্লেখযোগ্য জবাবে অমরপুরের ইনিংস শেষ হয় ৭৮ রানে, ৪৪.২ ওভার খেলে। উদয়পুরের শ্রীমন সাত রানে এবং কৃষান দাস দশ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে।

উত্তর বিলোনিয়া স্কুল গ্রাউন্ডের খেলায় টস জিতে সাব্রুম প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিলেও ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ৩০.১ ওভার খেলে ৬৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। জবাবে বিলোনিয়া ২৪.৩ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে তপন ঘোষ বলে-ব্যাটে দারুন পারফরম্যান্স করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। সতীর্থ কৌশিক নমঃ ও সন্দীপ দেববর্মাও তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল।

NOTIFICATION

In pursuance of letter of Addl. Chief Electoral Officer, Tripura vide Memorandum No.F.19(7)- CEO/CONDT/BP/2024/5202, Dated 20th March, 2024 and No.F.19(7)-CEO/CONDT/BP/2024/5203, Dated, 20th March, 2024, Facilitation Centre and Postal Voting Centre will be opened as per following schedule to facilitate voters who have applied for postal ballot paper through Form -12/12D due to engagement in essential service or put on election duty.

Centre Name	Venue	Dates of Casting of Votes and Time	Event
(1)	(2)	(3)	(4)
Facilitation Centre	Mohanpur Girl's H.S School	16th April 2024 & 17th April, 2024 Time: 9.00 AM to 5.00 PM	Casting of Postal Ballot by public servant drafted on election duty for General Election to Lok sabha, 2024 in Mohanpur Sub-Division
Postal Voting Centre (PVC)	Mohanpur Girl's H.S School	15th April 2024 To 17th April, 2024 Time: 9.00 AM to 5.00 PM	Casting of Postal Ballot by the Absentee Voters on Essential Service

Voter should come at Facilitation Centre to cast his/her vote with a copy of appointment order/letter & EPIC or appropriate identity proof document as notified by the Election Commission of India.

To
Sri .....
Contesting candidate (s) from 1-Tripura West Parliamentary Constituency.

They are requested to remain present or send one polling agent to witness the voting procedure as per above schedule with valid ID card issued by the undersigned.

ICA/D/33/24

Assistant Returning Officer
(Sub-Divisional Magistrate)
Mohanpur, West Tripura

চলমানকে ৩০ রানে হারিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ৫ম জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মূল পর্বের জন্য দু দল ছাড়পত্র আগেই পেয়েছে। তবুও টানা জয়ের মধ্যে থাকার আনন্দটাই আলাদা। ঘুরিয়ে বললে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসে আটকে গেল চলমানের জয়ের রথ। টিসিএ পরিচালিত টি ২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার পিটিএ মাঠে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৩০ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো চলমান সংঘকে। প্রথমে ব্যাট করে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস স্কোরবোর্ডে রান দাঁড় করায় ১১২। ১৯.৪ ওভার খেলে সব উইকেট খুঁয়ে এই স্কোর গড়ে দল। রান খুব একটা আহামরি করেনি ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। ব্যাটে দলের হয়ে সেন্টু সরকার ৩৩, বিশাল ঘোষ ২৬, প্রিন্স রানা ১৪, রজত দে ১২ রান করেন।বলে চলমানের হয়ে দিপায়ন দাস ৩টি, দুটি করে উইকেট নেয় অঙ্কিত, কৃষ্ণধন নম ও রকিরা।জয়ের জন্য চলমানের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১১৩ রানের। যাকে পাল্টা খেলতে নেমে হাসিল করতে গিয়ে শুরু থেকেই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দল। এই চাপ আর কাটিয়ে উঠতে পারলো না চলমান সংঘ। সুবাদে ১৮.১ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ৮২ রানে থেমে গেল চলমানের ইনিংস। ব্যাট হাতে দলের হয়ে তন্ময় দাস ৩৮, অমিত দাস ১৩, বিকাশ সিং ১০ রান করলে ও আর কেউই ভরসা যোগাতে পারেনি। বিজয়ী দলের হয়ে বলে অভিজিৎ সরকার তিনটি উইকেট দখল করেন।এছাড়া দুটি করে উইকেটে ভাগ বসায় ঋত্বিক শ্রীবাস্তব, অভিজিৎ দেববর্মারা। সুবাদে জয় হাসিল করেই মাঠ ছাড়লো শতদল সংঘ।

সমীরণ স্মৃতি ক্রিকেট : ওপিসি-কে হারিয়ে শতদল সংঘের প্রথম জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। যাক, টি ২০ ক্রিকেটে ফের জয়ের মুখ দেখলো শতদল সংঘ। বুধবার এমবিবি স্টেডিয়ামে এই ঘটনা ঘটলো। এদিন ওপিসিকে ৮ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো শতদল সংঘ। টস তো জিতলো ওপিসি।তবে ম্যাচ কিন্তু বগলদাবা করে নিলো শতদল সংঘ।ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ওপিসি দল ২০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১২৫ রান। ব্যাটে দলের হয়ে সর্বাধিক স্কোর গড়ে রিতায়ন দে ৪৫। এছাড়া নবারুণ চক্রবর্তী ১৮, ঋতুরাজ ঘোষ রায় ১১, রাহুল চন্দ্র সাহা ১০, শান্ত মজুমদার ২৩ রান করে। বলে শতদল সংঘের হয়ে দুটি করে উইকেট দখল করে ভিকি সাহা ও অনিক পালরা। একটি করে উইকেট নেয় বাচ্চু মিয়া, আনন্দ ভৌমিক, দেবজ্যোতি পালরা। পাল্টা খেলতে নেমে শতদল সংঘ ১৭.৩ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে জয়ের রান হাসিল করে নিলো। বিজয়ী দলের হয়ে ভিকি সাহা দুর্দান্ত ছন্দে ৭৬ রান করে। এছাড়া অনিক পাল ১১, আনন্দ ভৌমিক ৩২ এবং দেবজ্যোতি পাল ৩ রানে অক্ষত থেকে দলকে জয় এনে দিতে সক্ষম হলেন।

মৌচাককে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ সংহতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা আগের থেকেই নিশ্চিত হয়ে রয়েছে। এদিকে, জয় আবারও অধরা মৌচাক শিবিরের। টি আই টি মাঠে বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচে সংহতি ক্লাবের মুখোমুখি হয় মৌচাক শিবির। ম্যাচে সংহতি শিবির ৯৯ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো মৌচাক শিবিরকে। টস ও জিতলো সংহতি। ম্যাচ ও জিতলো দল। প্রথমে ব্যাট করে সংহতি ক্লাব ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে

জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করলেও মূলপর্ব অধরা ভগিনী নিবেদিতার

ক্রিকেট অনুরাগী-২৫ ভগিনী নিবেদিতা-২৭/০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচ ছিল। ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানের জয়ও পেয়েছে। তবে দুর্দান্ত জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করলেও সেমিফাইনালে খেলা এবারের মত অধরা থেকে যাচ্ছে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি ক্রিকেট দলের। এদিকে, টানা ৪ ম্যাচে পরাজিত ক্রিকেট অনুরাগী। রয়েছে গ্রুপের শেষ স্থানে।

অপরদিকে সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে দ্বিতীয় জয় পেলো ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি দল। মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বুধবার মনোজিৎ দাসের ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি দল অনায়াসেই ১০ উইকেটে পরাজিত করে দুর্বল ক্রিকেট অনুরাগীকে। ক্রিকেট অনুরাগীর গড়া মাত্র ২৫ রানের জবাবে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি দল ২২ বল খেলে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

বিজয়ী দলের পূজা দাস এবং অনুষ্কা শীল ৩ টি করে উইকেট দখল করেন। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক সীমিত ওভারের ক্রিকেটে।

এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি দলের বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে মাত্র ২৫ রানে গুটিয়ে যায় ক্রিকেট অনুরাগী।

দল সর্বোচ্চ ১১ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে কোনও ক্রিকেটার দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৮ রান করেন শায়নিকা ঘোষ ৫৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে। ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি দলের পক্ষে পূজা দাস ১ রানে এবং অনুষ্কা শীল ১ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি দল ২২ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে চাইমাচু মগ ১১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রানে এবং সেবিকা দাস ১২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রানে অপরাজিত থেকে যান।

সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্লাব ক্রিকেটে প্রথম জয় পোলষ্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয় পেয়েছে পোলস্টার ক্লাব। এমবিবি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার পোল স্টার দল মুখোমুখি হয় বিসিসির। ম্যাচে পোল স্টার ক্লাব ৩ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো বিসিসি দলকে।

টস জিতে বিসিসি দল প্রথমে ব্যাট করার সিধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে দলের স্কোর দাঁড়ায় ১১১ রানে। ব্যাট হাতে বিসিসির পক্ষে দীপঙ্কর ভটনাগর ২০, আদর্শ শর্মা ১৫, প্রমজিত ঘোষ ১৪, রণদীপ পাল ২৩ রান করেন।

অতিরিক্ত থেকে দল পায় ১০ রানের ভরসা। বলে পোল স্টারের পক্ষে চিরঞ্জীব ও আয়ুশ দুটি করে এবং একটি করে উইকেটে ভাগ বসায় সুভাষ চক্রবর্তী, রিব্রাজিত দাস , পৌরুস মিশ্ররা। পাল্টা খেলতে নেমে পোল স্টার দল ১৭.৫ ওভারেই ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নিলো। বিজয়ী দলের হয়ে এমডি আলবাহার ৩৬, নীল দেববর্মা ১৪, চিরঞ্জীব দেবনাথ ৩৩, জয়ন্ত ভট্টাচার্য ১০,ঋতু রাজ ৮ রানে অক্ষত থেকে দলকে এই জয় এনে দিতে সক্ষম হলেন। বিসিসির পক্ষে বলে সম্রাট বিশ্বাস ও প্রাঞ্জল দেবরা দুটি করে উইকেট নেন।একটি করে উইকেট নেয় পামির দেবনাথ, রণদীপ পাল ও তথাগত। তবে তা দলের পরাজয় রুখতে পারেনি।

মূল পর্বে খেলা দু দলের নিশ্চিত হলেও ইউ: বিএসটি কে হারিয়ে ফুলিঙ্গ জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার জন্য দু দলই ছাড়পত্র পেয়েছে। এক কথায়, জয়ের ধারা বজায় রাখলো স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। টি ২০ ক্রিকেটে স্ফুলিঙ্গ শিবির বৃহস্পতিবার ৮ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো ইউনাইটেড বিএসটি দলকে। টি আই টি মাঠে এদিন স্ফুলিঙ্গ শিবির প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে সংগ্রহ করে ১১৩ রান। ব্যাটে দলের পক্ষে অর্ক প্রভ সিনহা ৫২ নট আউট এবং সাগর শর্মা ৩৫ রান করেন। এদের রানে ভর করেই এই স্কোর গড়লো স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। বলে ইউবিএসটির পক্ষে নীতিশ কুমার সাহানি ৩ টি, দুটি করে উইকেট নেয় ওঙ্কার তারমালে ও মনোজিত দাস। পাল্টা খেলতে নেমে ইউবিএসটি দল ২০ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে ১০৫ রানই করতে সক্ষম হয়। ব্যাটে এস এ সিদ্ধে ৪৫, সায়নতন দেববর্মা ৩১ রান করলে ও আর কেউই ভরসা যোগাতে পারেনি। যার ফলে পরাজয় হজম করেই মাঠ ছাড়তে হলো ইউবিএসটি দলকে। বিজয়ী দলের হয়ে বৈভব পাল ২ টি এবং ১ টি করে উইকেট ভাগ করে নেয় অজয় সরকার, অপূর্ব বিশ্বাসরা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিগত দিনে অহংকারে ভরপুর ছিল বামেরা ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। বিগত দিনে কমিউনিস্টরা অংহকারের সুরে স্লোগান দিত, ত্রিপুরায় রাজনীতি তাদের বাম পকেটের ২০টি জনজাতি আসন থেকে শুরু হতো। আর বিরোধীরা শূন্য থেকে শুরু করত। কমিউনিস্টরা সবসময় জনজাতিদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে পকেটের মধ্যে রাখত। আজ বাগমায় নির্বাচনী সমাবেশে সিপিএমকে নিশানা করে বিদ্রুপের সুরে একথা বলেন পশ্চিম লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর কটাক্ষ, ৩০ বছর যাবৎ কমিউনিস্টরা স্লোগান দিয়েছে জনজাতিরা তাদের বাম পকেটের মধ্যে থাকেন।ত্রিপুরার জনজাতিদের এর থেকে অপমানের আর কিছুই নেই। এতদিন যাবৎ তারা জনজাতিদের অপমান করেছে। আজ তারা জনজাতিদের কাছে হাত চিহ্নে ভোট চাইছে।

এদিন তিনি বলেন, কমিউনিস্টরা রাজপরিবারকে বেঈমান বলছে। জনজাতিদের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করছে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। কিন্তু ত্রিপুরাবাসীর সাথে বেঈমানি করেছে কমিউনিস্ট।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরার আইপিএফটি , তিপরা মথা, টিএসইউ সহ অন্যান্য বিরোধী দল কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে ছিল। তারা বিজেপি বিরুদ্ধে কখনোই ছিল না। কমিউনিস্টরা নির্বাচনী জনসভায় গিয়ে অসত্য তথ্য প্রদান করছে। আসলে বুড়ো বয়সে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ও বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরীর ভিমরতি ধরেছে।

এদিন তিনি আরও বলেন , সিপিএমের আমলে বহু কংগ্রেসকর্মীর খুন হয়েছে। আজ সেই কংগ্রেস সিপিএমের সাথে গাঁটছাড়া বেঁধেছে। তারা লোকসভা নির্বাচনে একটিও ভোট পাবেন না।

বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। ৭ রামনগর বিধানসভার উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী দীপক মজুমদার রামনগর এলাকার ১৯ নং ওয়ার্ড অন্তর্গত ৪০ নং বুথে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে গিয়েছেন।

এদিন ভোট প্রচারে বের হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভোটারদের উপস্থিতি এবং স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে নিশ্চিত এই উপ নির্বাচনে রামনগর কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে তারা জয়ী করবেন।

তাঁর দাবি, বিধায়ক হয়ে রামনগরবাসীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করব এই অঙ্গীকার নিয়েছেন।

লোকসভা নির্বাচনের অজুহাত দেখিয়ে ব্যাংক পরিষেবা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনের অজুহাত দেখিয়ে ব্যাঙ্কের সমস্ত পরিষেবা বন্ধ রেখে মূল ফটকে সাদা কাগজে নোটিশ সাটিয়ে গ্রাহকদের হয়রানি এবং হাজারো বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এবার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক তেলিয়ামুড়া শাখা। উল্লেখ্য, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের অজুহাত দেখিয়ে বুধবার স্ব-ঘোষিত বন্ধের পথে হাটলো পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক তেলিয়ামুড়া শাখা। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ১০ই এপ্রিল কোন ছুটি না থাকলেও স্ব-ঘোষিত ছুটির ডাক দিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক তেলিয়ামুড়া শাখার বরিষ্ঠ প্রবন্ধক সাহেব। আর বরিষ্ঠ প্রবন্ধক এন্ড কোং -এর কল্যাণে প্রচন্ডভাবে হয়রানির শিকার গ্রাহকেরা। গ্রাহকদের অভিযোগ, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বুধবার কোন সরকারি ছুটি নেই, কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের দোহাই দিয়ে নিজেদের কর্ম-সংস্কৃতি লাটে তুলেছে পি.এন.বি তেলিয়ামুড়া শাখার কর্মীরা।

যদিও পি.এন.বি তেলিয়ামুড়া শাখার বিরুদ্ধে প্রায়শই গ্রাহকদের হয়রানি, গ্রাহকদের সঙ্গে দুব্যাবহার সহ নানা অভিযোগ কান পাতলেই উঠে আসে। যদিও তেলিয়ামুড়ার বাদবাকি সব ব্যাঙ্কের শাখা খোলা থাকলেও ব্যতিক্রম শুধু পি.এন.বি তেলিয়ামুড়া শাখা। তবে বৃহস্পতিবার স্বঘোষিত বন্ধ আর তারপর শুক্রবার ঈদের ছুটি, শনিবার মাসের দ্বিতীয় শনিবারের ছুটি এবং রবিবার এমনিতেই ছুটি মোটকথা গ্রাহকদের ব্যাঙ্কের পরিষেবা পেতে পেতে সেই সোমবার। ফলে চৈত্রের বাজারে আচমকাই পি.এন.বি-এর মতো ব্যাঙ্ক আচমকাই স্ব-ঘোষিত বন্ধের ফলে মহাবিপাকে গ্রাহকেরা।

রাজ্যকে রক্ষা করতে গেলে গণতান্ত্রিক দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে: কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। ত্রিপুরা রাজ্য শেষ হয়ে গেছে। একে রক্ষা করতে হলে গণতান্ত্রিক দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে।সারাদেশে ইন্ডিয়া জোট জয়ী হচ্ছে। রাজ্যেও ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে ভোট দান করে বিজেপিকে পরাজিত করুন। বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই বললেন কংগ্রেস নেতৃত্ব পীযূষ কান্তি বিশ্বাস।

তিনি বলেন, গত দশ বছর ধরে রাজ্যে অন্যায় কাল চলছে। এই অন্যায় কালে জিনিসপত্রের মূল্য যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি সাধারণ মানুষ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কাজের অভাবে এক প্রকার দিশেহারা হয়ে জীবন যাপন করছেন।

এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক দলের হাতে শক্তি তুলে দেওয়াই একমাত্র রাস্তা রয়েছে। তা না হলে রাজ্য পতনের দিকে যাবে। তিনি বলেন বিজেপি সরকার গোটা দেশকে ভয় দেখিয়ে প্রভাবিত করে ক্ষমতায় আসীন হয়ে আছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তিনি বলেন তৃতীয় বার যদি নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে দেশে আর গণতন্ত্র থাকবে না। তাই গণতন্ত্র রক্ষা এবং সংবিধান রক্ষা করতে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা এবং রাজেন্দ্র রিয়াং কে জয়ী করার আহ্বান করেন তিনি।

কংগ্রেস প্রার্থীর রোড শো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। আজ সকালে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ইন্ডি জোটের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা গোলাঘাটি বিধানসভার শ্রীনগর থেকে রোড শো শুরু করেন।এদিনের এই রোড শো কর্মসূচিতে প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা ছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ভানু লাল সাহা, প্রাক্তন বিধায়ক কেশব দেববর্মা, অশোক দেববর্মা, কংগ্রেস নেতা জয়দীপ বর্মন সহ সিপিআইএম ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দরা।এদিন তিনি বলেন, নির্বাচনী প্রচারে আসে জনগণের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন।তাই তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম আসনে তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন।তাঁর দাবি, বিজেপি দলের কর্মী জনগণের জন্য কাজ করেন নি। ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া এই দল দেশের বা রাজ্যের জনগণের অধিকারের মূল্যায়ন করে নি।

অ্যাম্বুলেন্সে গাঁজা পাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১০ এপ্রিল।। অভিনব কায়দায় অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি বানিয়ে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক দুইজন যুবক। সাথে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২৭২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৫৫ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন কুমারঘাট থানার ওসি শংকর সাহা।কুমারঘাট থানার ওসি শংকর সাহা জানিয়েছেন, আজ টি আর ০৫ ৩১১৫ নম্বরের বোলেরো গাড়িটি সোনামুড়া দিক থেকে বিভিন্ন থানা অতিক্রম করে কুমারঘাট থানাধীন সিধংছড়া এলাকায় গাড়িটি আটক হয়েছে। এর আগে কুমারঘাট থানার অধীনে দুটি পুলিশের নাকা সিগন্যাল অমান্য করে গাড়িটি পালিয়ে যাওয়ার পথে গাড়িটিকে পুলিশ ধাওয়া করে সিদংছড়া এলাকা থেকে গাড়িটি আটক করে। সাথে সাথে কুমারঘাট থানায় আনা হয়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২১ বান্ডেলে ২৭২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৫৫ লক্ষাধিক টাকা হবে। সাথে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, সাথে চালক ও সহ চালককে আটক করা হয়েছে। তারা হলেন, সোনামুড়া তামছা বাড়ির বাসিন্দা টিটন মিয়া (১৮) এবং অপর ব্যক্তি মধুবন কলেজ রোড এলাকায় বাসিন্দা মামন মিয়া (১৯)।

মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ এপ্রিল।। দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে একজন। আজ বিশালগড় থানাধীন ব্রজপুর আমতলী এলাকার স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছে। দমকলকর্মীরা আহতকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে ব্রজপুর আমতলী এলাকায় টিআর০১ডাব্লিউ৫৮১২ নম্বরের বাইকের সঙ্গে টিআর০৭বি৬৬২০ নম্বরের বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। এতে বাইকে থাকা প্রমোদ দেববর্মা রাস্তায় ছিটকে পড়ে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছে। দমকলকর্মীরা আহতকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে তিন রাজ্যের প্রশাসনিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণ পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরাসহ পার্শবর্তী রাজ্যগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আসামের করিমগঞ্জ জেলায় তিন রাজ্যের এসপি পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বুধবার পার্শবর্তী রাজ্য আসামের করিমগঞ্জ জেলার জেলা সদর করিমগঞ্জে ৩ রাজ্যের পুলিশ সুপারদের নিয়ে আসন্ন ১৮তম লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী, করিমগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিম ডেড এবং মিজোরাম রাজ্যের মানিক জেলার পুলিশ সুপার অপু খানপুই।

এই বৈঠকে রাজ্যের সীমান্তবর্তী নাকা পয়েন্টগুলিকে কঠোরভাবে কার্যকর করা, ড্রাগ কারবারিদের তৎপরতা যাতে বৃদ্ধি না পায় তা বন্ধ করা, সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ বা বের হওয়ার ক্ষেত্রে নেশা জাতীয় দ্রব্যের বিশেষ করে অ্যালকোহলিক দ্রব্যের পাচার সম্পূর্ণ ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া, অসামাজিক কার্যকলাপ যেগুলি সাধারণ মানুষের জন্য ধ্বংসের বা সমাজের ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক সেইসব কার্যকলাপ সংগ্রহ করে বন্ধ করে দেওয়া, বহি:রাজ্য থেকে অবৈধ জিনিসপত্রের আদান-প্রদান যাতে না হয় তার প্রতি খেয়াল রাখা এবং দুষ্কৃতীরা যারা লোকসভা নির্বাচনের সময়কে সামনে রেখে দৌরাত্মবৃদ্ধি এবং অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে সেই সব থেকে কেমন করে মুক্ত করা যায় তা নিয়ে তিন রাজ্যের এসপি পর্যায়ে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বধূহত্যার ঘটনার তদন্তে রাজ্য মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১০ এপ্রিল।। রাজ্যে নারী নির্যাতন ও বধূহত্যার ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকায় খোদ মহিলা কমিশন উদ্বিগ্ন। খোয়াই মহকুমার গৌরাঙ্গটিলায় এক গৃহবধুর হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নড়েচড়ে বসেছে মহিলা কমিশন। গৌরাঙ্গটিলায় বধূহত্যার ঘটনার তদন্তে নেমেছেন মহিলা কমিশন। এদিন মৃতার বাবার বাড়ীতে এলেন কমিশনের প্রতিনিধিদল। কল্যানপুর থানাধীন গৌরাঙ্গটিলায় বধূ হত্যার ঘটনার তদন্তে খোয়াইয়ে এলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদল। কমিশনের তিন সদস্যার প্রতিনিধিদল এদিন খোয়াইয়ের জাম্বুরায় মৃতার বাবার বাড়ীতে এসে কথা বলেন সেই পরিবারের সদস্য সদস্যাদের সাথে।

উল্লেখ্য যে, শুক্রবার গৌরাঙ্গটিলায় স্বামীর অত্যাচারে এই গৃহবধূর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ।গৌরাঙ্গটিলার প্রদীপ নাথ চৌধুরী নামে মৃতার স্বামীকে পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছে বলে জানা গেছে। ২০১৭ সালে গৌরাঙ্গটিলার প্রদীপ নাথ চৌধুরীর সাথে খোয়াইয়ের জাম্বুরা গ্রামের প্রলাদ দেবনাথের মেয়ে প্রতিমা দেবনাথের সামাজিক মতে বিয়ে হয়। তাদের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।বিয়ের কয়েক বছর পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে স্বামী সহ অন্যান্যদের দ্বারা প্রতিমার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু হয় বলে অভিযোগ। প্রতিমার স্বামী প্রদীপ নিজেও মদ্যপানে আসক্ত ছিল। প্রায়দিনেই প্রতিমার ওপর হামলে পড়তো সে।

শুক্রবার রাতে মদমত্ত প্রদীপ বাড়ীতে ঢুকেই স্ত্রীকে মারধোর করতে শুরু করে।পরে দা দিয়ে এলোপাথারি কোপাতে থাকে প্রতিমাকে। মারাত্মক জখমপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিমা রাতেই জিবি হাসপাতাল মারা যায়। রাতেই অভিযুক্ত স্বামী প্রদীপ নাথ চৌধুরীকে পাকড়াও করে কল্যানপুর থানার পুলিশ। মৃতার বাবার বাড়ীর লোকজনের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একটি খুনের মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

বুধবার থেকে শুরু হয়েছে বাড়ি বাড়ি ভোট পর্ব। তাই তার কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন নির্বাচনী অবজারভার পুনিত আগরওয়াল। ছবি নিজস্ব।

আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। চুরি করতে এসে জনতার হাতে আটক এক চোর।আজ উজান অভয়নগর এলাকায় ওই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।পরবর্তী সময়ে চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী।জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন,দুপুরে প্রকাশ্যে রাজধানীর উজান অভয়নগর এলাকায় এক বাড়ির দেয়াল টপকে ছাদে উঠে গিয়েছিল এক ব্যক্তি।এলাকাবাসী ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে চিৎকার চেচামেচি শুরু করন।তখন পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে চোরকে হাতেনাতে আটক করে সানীয় মানুষ।সাথে সাথে তারা থানায় খবর পাঠিয়েছেন।পর্বতী সময়ে পুলিশের হাতে চোরকে তুলে দিয়েছে।পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছেন তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত চোর তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দা সুরজ দেববর্মা(২৬)।

প্রার্থী ঘোষণা করল বামফ্রন্ট

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : তাপস রায়ের ছেড়ে যাওয়া বরানগর আসনে সিপিএমের তরফে লড়বেন প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্য। সায়ন্তিকা-সজল ঘোষদের বিরুদ্ধে বর্ষীয়ান মুখেই আস্থা রাখল সিপিএম। এর আগে ২০১৬ সালে উত্তর দমদম থেকে বিধায়ক হন তন্ময় ।তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া বিধায়ক তাপস রায় পদত্যাগ করায় বরানগরে উপনির্বাচন হওয়ার কথা। লোকসভা ভোটের সূচি ঘোষণার সময় উপনির্বাচনের দিনক্ষণও জানিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। যে এলাকায় যেদিন ভোট, সেদিনই উপনির্বাচন। ফলে লোকসভা ভোটের আবহেই বাংলার ভগবানগোলা ও বরানগর বিধানসভা কেন্দ্র দুটিতে ভোট হবে।

ইন্ডিয়া জোটের কোন ভবিষ্যৎ নেই: মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের ঘরে ভাঙ্গন ধরালো বিজেপি।

৮জন যুবক যারা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস দলের হয়ে কাজ করতো আজ তারা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর হাত ধরে বিজেপি দলে যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে তাদের দলে সামিল করেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন পাপিয়া দত্ত সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, প্রতিদিন মোদিজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন দল ছেড়ে ভোটাররা বিজেপি দলে সামিল হচ্ছেন। তার একটাই কারণ দেশবাসীর সুরক্ষার জন্য একমাত্র মোদীজি কাজ করছেন।

তিনি বলেন, ইন্ডিয়া জোটের কোন ভবিষ্যৎ নেই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যিনি ইন্ডিয়া জোটের আহ্বায়ক তিনি ওনার রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন করছেন না। রাজ্যের বাইরে ইন্ডিয়া জোট হবে বলছেন।

এদিকে কেরালায় কংগ্রেস এবং সিপিএম একে অপরের বিরোধিতা করছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেলে রয়েছেন। নিতিশ কুমার এনডিএ জোটে চলে এসেছেন। ফলে প্রত্যেকেরই একটাই বক্তব্য ইন্ডিয়া জোটের কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই এই জোটকে রাজ্যের জনগণও ভরসা করতে পারছেন না। তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী।

পথ দুর্ঘটনায় জখম ৩

বাসন্তী, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত কালিডাঙ্গা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন তিনজন।বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মালপথ বোঝাই ট্রাক ধাক্কা মারে রাস্তার আরও তিনটি গাড়িকে। ওই তিন গাড়ির চালক আহত হয়েছেন। ঘটনায় ট্রাকের চালক অক্ষয় হাজরাকে গ্রেফতার করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। বুধবার ভোর চারটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আহতদের বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে যুক্ত হচ্ছে স্পেশাল নিউবোর্ন কেয়ার ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ এপ্রিল।। ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহরের সরকারি জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিসেবায় নতুন পালক যুক্ত হতে যাচ্ছে। কৈলাসহরের গৌরনগর এলাকায় অবস্থিত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে স্পেশাল নিউবোর্ন কেয়ার ইউনিট অর্থাৎ শিশুদের আই.সি.ইউ চালু হতে যাচ্ছে।চলছে শেষ প্রস্তুতি।

এব্যাপারে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ড: পূর্ণক্রিত দেববর্মা সংবাদ প্রতিনিধিদের জানান যে, ঊনকোটি জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী অনুযায়ী অবশেষে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের এবং জেলা হাসপাতালের প্রচেষ্টায় জেলা হাসপাতালে এস.এন.সি.ইউ চালু হতে যাচ্ছে। মূলত জন্মের পরেই কিংবা জন্মের সাথে সাথেই যেসব শিশুদের অসুবিধা দেখা দেয় সেইসব শিশুদের চিকিৎসা কিংবা যত্ন নেওয়া হয় এই ইউনিটে। এই ইউনিটে শিশুদের দুই ক্যাটাগরিতে চিকিৎসা করানো হবে।ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে যেসব শিশুদের জন্মের পরে অসুবিধা হবে সেইসব শিশুদের এই স্পেশাল নিউবোর্ন কেয়ার ইউনিটের ইন বোর্ন সেন্টারে রেখে চিকিৎসা করানো হবে। আর, জেলা হাসপাতালের বাইরে যেসব শিশুদের জন্মের পরে অসুবিধা হবার পর এই স্পেশাল নিউবোর্ন কেয়ার ইউনিটে আনবে সেইসব শিশুদের আউট বোর্ন সেন্টারে রেখে চিকিৎসা করানো হবে। ইন বোর্ন এবং আউট বোর্ন মিলিয়ে মোট আটজন শিশুকে একসাথে চিকিৎসা করানো যাবে বলেও মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ড: পূর্ণক্রিত দেববর্মা জানান।

এছাড়াও উনি জানান যে, চব্বিশ ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকলেও ঊনকোটি জেলা সরকারি হাসপাতালে এই এস.এন.সি.ইউ সেন্টারে শিশুদের চিকিৎসা করানো যাবে। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার না করে রেখে দেওয়ায় বড় জেনারেটর মেশিনটি নষ্ট ছিলো। ইদানীং কালে সেই নষ্ট বড় জেনারেটর মেশিনটি সারাই করে এই জেনারেটর মেশিন ১০ এপ্রিল বুধবার দিনভর পরীক্ষামূলক ভাবে চালিয়ে দেখা হয়েছে।

আগামী দুই তিনদিনের মধ্যে দপ্তর নতুন দুইজন স্টাফ দেবার পর এই এস.এন.সি.ইউ-এর পরিসেবা ঊনকোটি জেলাবাসী পাবে বলে ড: পূর্ণক্রিত দেববর্মা জানান। সরকারি জেলা হাসপাতালে এই পরিসেবা সম্পুর্ন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে বলে ইতিমধ্যেই এই খবর সামাজিক মাধ্যমে চাউর হতেই ঊনকোটি জেলাবাসী তথা কৈলাসহর বাসীর মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়।

বিরোধী দলে ভাঙন অব্যাহত, ৭ পরিবারের শাসক শিবিরে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিরোধী দলে ভাঙ্গন অব্যাহত রয়েছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে বিগত আমলের মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ লোকজনরাও দল ত্যাগ করে বিজেপির পতাকা তলে সামিল হতে শুরু করেছেন। যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্রের লাল দুর্গ প্রাক্তন বিধানসভার অধ্যক্ষ রমেন্দ্র নাথের বাড়িতে পদ্মের হানা।

লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে বিরোধী কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট দল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের আঁতাতকে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে পারছে না তাই অতি ঘনিষ্ঠ বামফ্রন্টের সমর্থকরা পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে শাসক দল বিজেপির ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করছে। ৫৭ যুবরাজ নগর কেন্দ্রটি কত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের দখলে ছিল।

শাসক দল বিজেপির অভ্যন্তরীণ কোন দল বামফ্রন্টকে এই বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে ইন্ধন জুগিয়েছিল। পরবর্তী সময় আসনটি নিজেদের হাত থেকে হারানোর পর বিজেপি দলের মধ্যে যে কোন দল ছিল তা অনেকটা প্রশমিত হয়েছে বলা যায়। তাই লোকসভা নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিরোধী বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস জোটকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বামফ্রন্টের স্বর্গীয় রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে এক বিজেপির উঠানসভা অনুষ্ঠিত হয়। রমেন্দ্র দেবনাথ এর ভাই অনিলনাথের বাড়িতে এই সভাটি মূলত সম্পন্ন হয়। এই সভায় সাত পরিবারের মোট ২৪ জন ভোটার তাদের দীর্ঘদিনের প্রিয় দল বামফ্রন্ট পরিত্যাগ করে বিজেপির ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে।এদিনের এই যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, এই এলাকার নির্বাচনী শাসক দলের পর্যবেক্ষক ডাক্তার তমজিত নাথ , যুবরাজ নগর মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক রণবীরনাথ এবং যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীপদ দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই এলাকাটি যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৯ নং বুথের অন্তর্গত। এই বুথ বামফ্রন্টের একটি শক্ত খাঁটি বলে পরিচিত ছিল। আজকের এই দলত্যাগের ফলে এই বুথের বামফ্রন্টের খাঁটি অনেকটা দুর্বল হয়ে গেল বলা যায়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।